প্রকাশক :
শ্রী মাণিকলাল সিংহ
বিষ্ণুপুর (বাঁকুড়া)

প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ ১৩৭২

মুদ্রাকর :
শ্রী সুচাঁদচন্দ্র বিশ্বাস [কার্যাধ্যক্ষ]
দি নিউ মিনার্ভা প্রেস
কলেজ রোড, বিষ্ণুপুর (বাঁকুড়া)

প্রাপ্তিস্থান :
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ
বিষ্ণুপুর শাখা
বিষ্ণুপুর (বাঁকুড়া)

ভূমিকা

পদ শব্দের অর্থ গান। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বস্তুগত বা আত্মগত যে সব গীতাত্মক কবিতা রচিত হইয়াছিল, তাহাই পদাবলী সাহিত্য বলিয়া পরিচিত। প্রত্যেক জাতির আত্মপ্রকাশের এক একটি বিশেষ পথ থাকে। বাঙালীর ভাব প্রকাশের প্রধান অবলম্বন হইল গান। বাঙালী যখন যে ভাবকে প্রকাশ করিয়াছে, তাহা স্থূলই হোক আর সূক্ষ্মই হোক, এই গানের মধ্য দিয়াই করিয়াছে। গানই বাঙালীর ভাব প্রকাশের প্রধান অবলম্বন। গীত গোবিন্দের রচয়িতা জয়দেবই পদাবলী সাহিত্যের আদি গঙ্গা হরিদ্বার। বংলা ভাষার জন্মলগ্ন হইতে আরম্ভ করিয়া দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী ধরিয়া পদাবলী-সাহিত্য বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়া আসিতেছে। মঙ্গলকাব্য, চৈতন্য জীবনী সাহিত্য, ও অনুবাদ সাহিত্য বাদ দিলে, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য বলিতে এই পদাবলী সাহিত্যকেই বুঝাইয়া থাকে। পদাবলী সাহিত্য ছাড়া মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য নিতান্তই ক্ষীণ কলেবর ও রসহীন হইয়া পড়ে। তাহা ছাড়া মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের যে সমস্ত কবি কালজয়ী প্রতিভার অধিকারী বলিয়া পরিচিত, তাঁহাদের অনেকেই পদাবলী সাহিত্যের মধ্য দিয়াই তাঁহাদের শিল্পোৎ কর্ষের চরমতম নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। আসল কথা পদাবলী সাহিত্য হইল বাংলা মাটির প্রাণের সম্পদ। ভাবের রূপাশ্রিত বানীমূর্তিকেই যদি আমরা সাহিত্য বলি, তবে পদাবলী সাহিত্য উচ্চ শ্রেণীর সাহিত্য সৃষ্টি সে বিষয়ে কোন সংশয় প্রকাশের কারণ নাই।

বিষ্ণুপুর সাহিত্য পরিষদের পুঁথিশালা মন্থন করিয়া আমি বেশ কিছু বৈষ্ণব পদকর্তার পদ পাঠোদ্ধার করিয়াছি। উক্ত পদগুলি আমার পিতৃদেব শ্রীমাণিকলাল সিংহ মহাশয় বেশ কিছুদিন আগে বিষ্ণুপুর ও তাহার সংলগ্ন অঞ্চল হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

ইতিপূর্ব্বে পণ্ডিত প্রবর হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীবিমান বিহারী মজুমদার ও আরো অনেকের অক্লান্ত চেষ্টায় যে সমস্ত পদাবলী গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, সেইসর্ব গ্রন্থগুলিতে উক্ত পদকর্তাদের কোন পদই প্রকাশিত হয় নাই। এই সমস্ত পদকর্তাদের পদগুলি প্রকাশিত হইলে পদাবলী সাহিত্যের এক অনালোকিত ইতিহাস উদ্ধার হইবে বলিয়া মনে করি। এই উদ্দেশ্য লইয়াই রাঢ়ের পদাবলী গ্রন্থটি প্রকাশ করিলাম।

শ্রীনিবাস আচার্যের সময় হইতে বিষ্ণুপুরে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্লাবন বহিতে থাকে। প্রবল প্রতাপান্বিত মল্লরাজ আচার্য প্রভুর নিকট বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হন। ইহার পর হইতে পুরুষানুক্রমে বিষ্ণুপুরের মল্লরাজারা বৈষ্ণবধর্ম অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন। মল্লরাজাদের চেষ্টায় বিষ্ণুপুরে অসংখ্য রাধাকৃষ্ণের মন্দির নির্মিত হয়। তাহার পর ধীরে ধীরে বিষ্ণুপুর মন্দিরময় বিষ্ণুপুরে পরিণত হয়। ধর্মের সূত্র ধরিয়া বিষ্ণুপুরের সহিত বৃন্দাবনের প্রত্যক্ষ যোগ স্থাপিত হয়। বিষ্ণুপুর হয় গুপ্ত বৃন্দাবন। বৃন্দাবন হইতে বহু ভক্ত বৈষ্ণব, বৈষ্ণব ধর্মকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বিষ্ণুপুরে আগমন করেন। বাংলাদেশের অন্যান্য বৈষ্ণব পীঠস্থানগুলি হইতেও বহু ভক্ত বৈষ্ণবের এখানে আনাগোনা চলিতে থাকে। অনেকে আবার স্থায়িভাবে মল্লভূমে বসবাসও করিতে থাকেন। এইভাবে বিষ্ণুপুর হইয়া উঠে বৈষ্ণব ধর্মের এক পীঠস্থান। রাজশক্তির পৃষ্ঠ পোষকতা ও আনুকূল্য লাভ করিয়া এই সময় বহু কবি বৈষ্ণবপদ রচনা করেন। শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্যদের মধ্যে অনেকেই কবি ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হইলেন চিরঞ্জীব সেনের পুত্র গোবিন্দদাস কবিরাজ। তাঁহাকে দ্বিতীয় বিদ্যাপতি বলা হয়। মল্লরাজ স্বয়ং বীরহাম্বিরও আচার্যের সান্নিধ্যে আসিয়া পদ রচনা করেন। বিষ্ণুপুর সাহিত্য পরিষদের পুঁথিশালায় যে সমস্ত পদকর্তার পদ পাওয়া গিয়াছে, তাঁহারা যে সকলেই মল্লভূমের

অধিবাসী ছিলেন এমন মনে করিবার সংগত কোন কারণ নাই, তবে তাঁহারা যে সকলেই রাঢ়ের অধিবাসী ছিলেন সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ।

চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস ইত্যাদি বৈষ্ণব দিকপাল কবিদের সম্বন্ধে অনেকেই অবহিত আছেন। তাঁহাদের কবিত্বের ভাব, ভাষা, ভঙ্গী লইয়া বিস্তর আলোচনাও হইয়াছে। তাঁহাদের অনেক বিষয়কে লইয়া অনেক মত পার্থক্যও আছে। আমি সেই বহুখ্যাত কবিদের লইয়া আপাততঃ আলোচনা স্থগিত রাখিয়া যে সব পদকর্তাদের পদ এখনও অপরিচিত, তাঁহাদের পদগুলি লইয়া আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি।

পদাবলী সাহিত্যের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট হইল ইহার ভনিতা। কবিরা এখানে হইলেন লীলাসঙ্গী। কবিতার শেষে ভনিতা দেখিয়া বুঝা যায় কোন পদ কাহার রচনা। তাহা ছাড়া ভনিতা অনেক সময় পদের মধ্যে একটা অভাবিত ব্যঞ্জনাও আনিয়া দেয়। প্রত্যেক পদের শেষে ভনিতায় কবির নাম থাকিলেও কবির ব্যক্তিগত পরিচয় আমাদের আজ জানিবার উপায় নাই। পদকর্তাগণ কোথাও তাঁহাদের আত্মপরিচয় লিখিয়া রাখেন নাই, লিখিয়া রাখিবার প্রয়োজনও বোধ করেন নাই। কেননা তাঁহারা জানিতেন এই জগৎ ও জীবনের সমস্ত কিছুই নশ্বর। মহাকালের স্রোতে সব কিছুই ভাসমান, কোথাও কাহারো স্থিতি নাই, থাকিতেও পারে না। মহাকালের স্রোতে জীবন তো জলবুদবুদ্। সেখানে জীবনের স্রোতে নিজ নামকে অক্ষয় করিয়া রাখিবার প্রচেষ্টা মূঢ়তা বৈ আর কিছুই নয়। তাছাড়া তাঁহাদের সাধন মঞ্জরী ভাবের সাধনা।' পরমা প্রকৃতির সঙ্গে পরম পুরুষের যেখানে নিত্য রাসলীলা চলিতেছে সেখানে তাঁহারা কেবল লীলাসঙ্গী হইতে চাহিয়াছেন। ইহার বেশী কোন প্রার্থিত বস্তু তাঁহাদের ছিল না। ইহাতেই তাঁহাদের জীবনের সার্থকতা। ইহার বেশী তাঁহারা কিছু প্রত্যাশাও করেন নাই। আজ সুদীর্ঘ কয়েক শতাব্দী অতিক্রান্ত হইবার পর তাঁহাদের সুখ দুঃখ বিরহ মিলনপূর্ব জীবনের কোন কিছুই আজ আমাদের জানিবার উপায় নাই। তাঁহাদের কালানুক্রমিক রচনা করাও রীতিমত কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তবে পদের ভাব, ভাষা, ভঙ্গী দেখিয়া বুঝা যায় যে তাঁহারা সকলেই উত্তর চৈতন্য যুগের কবি ছিলেন।

'মনোহর দাস'

চৈতন্যোত্তর' বৈষ্ণব পদকর্তাদের মধ্যে মনোহর দাস একজন উল্লেখ যোগ্য কবি ছিলেন। তিনি নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র বীরচন্দ্রের শিষ্য ও জ্ঞানদাসের সম সাময়িক কবি ছিলেন। সিদ্ধ সাধক, কবি ও উচ্চস্তরের কীর্ত্তনীয়া বলিয়া তাঁহার সুপরিচিতি ছিল: বাঁকুড়া জেলার সোনামুখীতে তাঁহার আখড়া রহিয়াছে। প্রতি বৎসর রাম নবমী হইতে একাদশী পর্য্যন্ত, এই তিনদিন ঐ স্থানে মহোৎসব চলিতে থাকে। এই উপলক্ষে ঐ সময় বহু ভক্ত বৈষ্ণব ও সাধু সন্তের সেখানে আবির্ভাব ঘটে। মল্লভূমের তন্তুবায় শ্রেণীর উপর মনোহর দাসের প্রভাব ছিল অসাধারণ। কথিত আছে একবার তাঁতে পিঁপড়ার উপদ্রবে তন্তুবায়দের বিশেষ ক্ষতি হইতে থাকে। অনেক তন্তুবায় তাহাদের জাতি ব্যবসা নষ্ট হইতেছে বলিয়া, মনোহর দাসের কাছে ইহার প্রতিকারের প্রার্থনা জানায়। মনোহর তাহাদের শান্ত করেন এবং তাহারপর হইতে তাঁহাদের তাঁতে আর পিঁপড়ার উপদ্রব হয় নাই। সেই হইতে তন্তুবায়গণ তাঁহার একনিষ্ঠ ভক্ত হয়। বিষ্ণুপুরের তন্তুবায়রা বিষ্ণুপুরের রঘুনাথ সায়েরের নিকট মনোহর দাসের একটি আস্তানা নির্ম্মাণ করে। সেখানেও প্রতি বৎসর সাড়ম্বরে মহোৎসব পালিত হইয়া আসিতেছে। মনোহর দাসের ভনিতাযুক্ত রাম ও রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক কিছু পদ পাওয়া গিয়াছে। পদগুলিতে 'মনোহর দাস ভনে' অথবা 'দাস মনোহর ভনে' এই দুই রকমের ভনিতা দেখিতে পাওয়া যায়। "কৃষ্ণের জতেক লীলা' 'সর্বোত্তম নরলীলা।" রামাবতারেই শ্রীপূর্ণতর নরলীলার প্রথম সূচনা। যিনি রাম, তিনিই কৃষ্ণ। সুতরাং উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। ভারতে রামায়েৎ বৈষ্ণব সম্প্রদায় রহিয়াছেন, যাহারা যুগপৎ রাম ও কৃষ্ণ উভয়কেই ভজনা করিয়া থাকেন। রামাবতারে রামের পঞ্চবটী বনে থাকা কালে যে সব মুনি ঋষি রামচন্দ্রের সঙ্গ প্রার্থনা করেন, তাঁহারাই কৃষ্ণবতারে গোপীভাবে তাঁহাকে ভজনা

করেন। তাহাছাড়া সমাজ জীবনেও রামায়ণের প্রভাব অসাধারণ। বাঙালীর কাছে রামায়ণ একটি একান্নবর্তী পরিবার। বাঙালীর একান্তবর্তী পরিবারকেই রামায়ণ অতি বৃহৎ করিয়া দেখাইয়াছে। রাম রাবণের যুদ্ধ এখানে গৌণ। বাঙালীর স্নেহ, প্রেম, ভালবাসার সম্পর্কই এখানে প্রাধান্য পাইয়াছে। বাঙালী রামকে প্রেমের অবতার বলিয়াই জানে। তাই প্রেমাবতার কৃষ্ণের সঙ্গে রামের কোন পার্থক্য বাঙালীর চোখে ধরা পড়ে নাই। মনোহর দাস যেমন রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদ রচনা করিয়াছেন. তেমনি রাম বিষয়ক কয়েকটি পদও রচনা করিয়াছেন। উক্ত পদগুলির ছত্রে ছত্রে কবির হৃদয় মথিত ভক্তির সুর ধ্বনিত হইয়াছে। পদগুলি সহজ, সরল, প্রাজ্জল ভাষায় লেখা। পাণ্ডিত্যের গুরুভার নাই। নিরাভরণ, নিরলংকৃত ভাষার মধ্যদিয়া কবি রামায়ণের বিষয়বস্তুকে উপস্থাপিত করিয়াছেন। নিম্নে তাঁহার রাম বিষয়ক একটি পদ উদ্ধার করা হইল—

বিবিধ বাজনা বাজে প্রতি অনুপাম।
চিরদিন উপরে দেখি সীতারাম॥
শত্রুঘন আদেশে সকল প্রজাগণ।
আনন্দে আসিঞা করে নগর রক্ষণ॥
স্নুবর্ণের ঘট প্রতি দুআরে দুআরে।
আম্রের পল্লব দিল তাহার উপরে॥
শারি শারি দুআরে রোপিল রামকলা।
পথের মার্জন করি বাঁধে বনমালা॥
সীত পীত নীল রঙ পতাকা সকল।
প্রাসাদে প্রাসাদে শোভে পবনে চঞ্চল॥
সংখ ঘণ্টা বাজে সব দেবতার স্থানে।
শত উপচারে পূজা করএ ব্রাহ্মনে॥
গগণ ভরিঞা উঠে রাম জয়ধ্বনি।

দাস মনোহর বলে কি মধুর শুনি ॥

— রাধাকৃষ্ণের লীলা বিষয়ক বিভিন্ন শ্রেণীর পদই মনোহর লিখিয়াছেন। তাঁহার পূর্বরাগ, রূপানুরাগ ও বিরহের পদগুলি মর্মস্পর্শী ও মানবিক রসে সিক্ত। তাঁহার কোন কোন পদে ব্রজবুলি শব্দের বাহুল্য দেখিতে পাওয়া যায়। আবার কোন কোন পদ সাধারণের বোধগম্য সহজ সরল ভাষায় লেখা।

নাম শ্রবণের মধ্যদিয়াও অনেক সময় নায়ক-নায়িকার চিত্তে অনুরাগের সঞ্চার হয়। এই অনুরাগকে বৈষ্ণব-সাহিত্যে পূর্বরাগ বলে। ইংরাজীতে ইহাকে **Love at first sight** অথবা **first flame of love** বলা হয়। নামের মধ্য দিয়া যে অনুরাগের সঞ্চার তাহার একটি গূঢ় তাৎপর্য বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে রহিয়াছে। বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে নাম ও নামীর মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। নাম শ্রবণের মধ্য দিয়া দেহ ও মন পবিত্র হয়। নামের কি মাধুর্য্য? একবার নয়, বার বার শুনিয়াও যে নাম শোনার তৃষ্ণা মিটে না। নামের শক্তিও তো অপ্রতিরোধ্য। যাহার কর্ণে একবারের জন্যও নাম প্রবেশ করিয়াছে, সে কি আর স্থির থাকিতে পারে। উহা যে অমৃত—নামামৃত। তাহাতে যে মধু মিশান আছে। 'না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো, বদন ছাড়িতে নাহি পারে।' নামের এহেন মাধুর্য। ভবনদী পার হইতে হইলে নামের তরী বহিয়াই যাইতে হইবে। নাম ছাড়া গতি নাই। শ্রীচৈতন্য বলিতেন, বেশী কিছু নয়, কলিতে হরিনাম লও। তাহাতেই মুক্তি—হরের্নাম, হরের্নাম, হরের্নামৈব কেবলম্। তৃষ্ণার শান্তি চাও, জ্বালার বিরতি চাও, মনের উৎকণ্ঠা দূর করিতে চাও—কৃষ্ণ নাম লও, কৃষ্ণনাম কর। নাম শ্রবণের মধ্য দিয়া রাধিকা তথা চির আরাধিকার চিত্তে প্রিয় হইতেও যে প্রিয়, সেই প্রিয়তমের জন্য যে অনুরাগের সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা অত্যন্ত সহজ সরল ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন মনোহর কবি—

কি নাম কি নাম কি নাম বলনা
ভাই আরবার শুনি গো।
এ দুই আখর জগমন হর
অমিঞা রসের খনি গো॥
... .
....
মধুর মধুর অতি সুমধুর
তাহা হতে সুমধুর গো।
জে থুইল নাম তারে পরণাম
তাহার বালাই দুর গো॥
মুখে নিতে নাম নাচে অবিরাম
মুখ বহু হতে চায় গো।
হেন নাম জার সে রস পাথার
দাস মনোহর গায় গো॥

পূর্বরাগের স্থায় রূপানুরাগের পদেও দাস মনোহর তাঁহার স্বভাব সিদ্ধ কবিত্ব-শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার রূপানুরাগের পদ নিম্নরূপ—

নন্দভর তনু শোভা।
হেরিএ জগমন লোভা॥
কৌকল পুনমিক চন্দে।
জাহা পদ নখ মহি ছন্দে॥
কি ফল কুবলয় কাঁতি।
জাহা দিঘী অঞ্চল ভাঁতি॥
কি ফল মোতিক য়োতি।
দসন কিরণ নাহি হোতী॥

স্থখমন্তি মন্দআ রসে।

ভনত মনোহর দাসে ॥

আগেই বলিয়াছি মনোহর দাস ভাল কীর্ত্তনীয়া ছিলেন। "বাঙালীর হৃদয় যেদিন আন্দোলিত হইয়াছিল, সহজেই সে কীর্ত্তন গানে আপন আবেগ সঞ্চারের পথ পাইয়াছিল।"—কবিগুরুর এই উক্তির মধ্য দিয়া কীর্ত্তন বাঙালীর জীবনে কি প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। কীর্ত্তনের সময় ভক্তের চিত্ত উচ্চতম ভাবলোকে উত্তীর্ণ হইতে পারে। শ্রীখোলের বোলের সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া মনোহর দাস বাৎসল্য বিষয়ক একটি পদ রচনা করিয়াছেন, যাহা উৎকৃষ্ট কীর্ত্তন বলিয়া বিবেচিত হইবে—

ধে ধে ধে ধে ধেনু চালা সি সি সিদামারে

ধ ধ ধবলি কি কি কিবারে

কি কি কিনি অঙ্গ অঙ্গ স্থখে

মাথার কিরারে।

কা কা কানাঞা কি ভুঞি রে।

ভা ভা ভান ভান যা যা যাক বলদেবা মঞিরে

জা জা জাব স্থ স্থ বলারে।

ভা ভা ভ.অ নাই মা মারি বলাই

লে লে ফু ফুল মালারে।



'পরমেশ্বর মল্লিক'

মনোহর দাসের পর আর একজন পদকর্তার কথা বলিব যিনি শ্রীনিবাস আচার্যের পূর্বেই বিষ্ণুপুরে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের বীজ রোপন করিয়াছিলেন, তিনি হইলেন পরমেশ্বর মল্লিক। কবি খানাকুলের অন্তর্গত পিঁলখার অধিবাসী ছিলেন মূল উপাধি ছিল বন্দ্যোপাধ্যায়, গোত্র শাণ্ডিল্য। সাকর মল্লিকের (সনাতন গোস্বামীর) নিকট ইনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হন। পরমেশ্বর নিত্যানন্দেরও একজন বড় ভক্ত ছিলেন। বিষ্ণুপুরের মল্লরাজাদের নিকট প্রথমে মল্লিক ও পরে ঠাকুর উপাধি প্রাপ্ত হন। পরমেশ্বর মল্লিক প্রথমে বিষ্ণুপুরে আসিয়া বিষ্ণুপুরের নিকটে দ্বারকেশ্বর নদীর উত্তর তীর বিদ্যাসাগর বসন্তপুর গ্রামে বসবাস করেন। বর্তমানে মল্লিক পরিবারের বংশধরগণ, চাকদহ ও বিষ্ণুপুরের কাদাকুলি মহল্লায় বসবাস করিতেছেন। পরমেশ্বর মল্লিক সম্বন্ধে একটি পুঁথির পাতায় এইরূপ বর্ণনা রহিয়াছে—

প্রথমে বন্দিব পরমেশ্বর মল্লিক মহাঁসঅ।
জাঁহার ভাবের কথা কহনে না হঅ॥
তাঁহার কবির্ত্ত গিত প্রেম সুধামঅ।
স্নুনিলে তন্ময় চির্ত্ত ভাবের উদঅ॥
তদনুজ বন্দিব মল্লিক সনাতন।
নয় ভাবে তিন দিবস জাহার অচেতন॥
প্রভাতি ভজন আর প্রেম নিরমল।
চির্ত্ত আরোপিআ থাকেন সদাই বিরল॥

ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে পরমেশ্বর মল্লিক উচ্চতর কবি প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। পদকর্তা

শ্রীধরণি ধর মল্লিক ও তাঁহার সম্বন্ধে একটি পদে বলিয়াছেন—

দয়াল পরমেশ্বর দাস ঠাকুর।
আমি অতি মূঢ় মতি পাপেতে প্রচুর॥
পাপিষ্ঠা পরম দুষ্ট নিচে সমায়ত।
সাধনে ভজনে হিন নিবেদিব কত॥
উচ্চ নিচ তরাইলে নিচানিচ কারি।
তা সমান তোলনা দিতে মোর পাপ ভাবি॥

শ্রীধরণি ধর মল্লিকের আর একটি পদে এইরূপ বলা হইয়াছে—

শ্রী মল্লিক গোসাঞি দআ করি রাখ নিজ পাসে।
আমি অতি মূঢ় মতি ভ্রমি দেশে দেশে॥
তুয়ো দাসের দাস এই মোর ধন।
তুমি মোর জিবন ধন॥
য়েই রাঙ্গা শ্রীচরণ।
এই মোর প্রাণধন॥

মাল্লক বংশের আদি পুরুষ পরমেশ্বরের ভনিতাযুক্ত মাত্র দুইটি পদ পাওয়া গিয়াছে। প্রাপ্ত দুইটি পদই মিলনের। দুটি পদেই কবির সহজ কবিত্ব শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

মল্লিক ঠাকুরের বংশে অনেকেই কবিত্ব-শক্তির অধিকারী ছিলেন। এই বংশের রামকৃষ্ণ মল্লিক, জগন্নাথ মল্লিক, শ্যাম মল্লিক, ধরণিধব মল্লিক, লালবিহারী মল্লিক, গোপী মল্লিক ও সৃষ্টিধর মল্লিক সকলেই কবি ছিলেন। প্রত্যেকেই রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদ রচনা করিয়া পদাবলী সাহিত্যে আপন আপন স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় রাখিয়াছেন। একই বংশের পুরুষানুক্রমে এতগুলি ব্যক্তি কেমন করিয়া কবিত্ব-শক্তির অধিকারী হইলেন, ভাবিলে আশ্চর্য হইতে হয়।

'রামকৃষ্ণ মল্লিক'

মল্লিক বংশের সর্বাধিক প্রতিভাসম্পন্ন পদকর্তা হইলেন রামকৃষ্ণ মল্লিক। মধ্যযুগের বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে তাঁহার আসন সুনির্দিষ্ট। তিনি অনেক পদ লিখিয়াছেন। পদগুলিও বিভিন্ন শ্রেণীর। প্রার্থনা, পূর্বরাগ, গৌরাঙ্গ বিষয়ক, রূপানুরাগ, মিলন, বিরহ ও ভাব-সম্মেলন, প্রায় সকল প্রকার পদেই তিনি তাঁহার প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। একটি পুঁথির খাতা হইতে তাঁহার সত্তরটির বেশী পদ উদ্ধার করা হইয়াছে।

কবির একটি প্রার্থনার পদ রহিয়াছে। জীবন-সায়াহ্নে পৌঁছিয়া কবির পরকালের কথা মনে পড়িয়াছে। সারাটি জীবন কবি অপব্যয়ের মধ্যদিয়া কাটাইয়াছেন। দুর্লভ মানব জমিন তাঁহার পতিতই রহিয়া গিয়াছে। সংসারের মায়ায়, ভোগ-বিলাসের মধ্যদিয়া কবির শৈশব, যৌবন অতিক্রান্ত হইয়াছে। ভগবানের মধুর নাম স্মরণ করিয়া ভগবৎ সেবায় নিজের জীবনকে সার্থক, পরিপূর্ণ করিয়া তুলিবার প্রয়োজন কবি অনুভব করেন নাই। এখন জীবন-নদীর তটভূমিতে আসিয়া তাঁহার পূর্বকৃত অপরাধের জন্য অনুতাপের আগুনে দগ্ধ হইতেছেন। পরিনামের কথা ভাবিয়া তিনি শ্যামের কাছে পরিপূর্ণভাবে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছেন। তিনি জানেন রাধাশ্যাম কৃপার-নিধান। তিনি কৃপাময়। তিনি নিশ্চয় তাঁহাকে কৃপা করিবেন। কবিতাটির প্রথম অংশে নিজের কৃতকর্মের জন্য খেদোক্তি ও পরে যথার্থ আত্ম-নিবেদনের সুর কবিতাটিকে যথার্থই মর্মস্পর্শী ও হৃদয়গ্রাহী করিয়া তুলিয়াছে—

রাধাশ্যাম ওমি জানি কৃপার নিধান।

তোমা হেন কৃপা-নিধি না ভজিলাঙ জন্মাবধি

অব মোরে কো করব ত্রাণ॥

দুর্লভ জনম মোর মিছামায়া মোহে গেল

মজিলাও শংশার মোহমদে।'

রামকৃষ্ণ মল্লিকের এই প্রার্থনার পদটি বিদ্যাপতির বহুখ্যাত "মাধব বহুত মিনতি করি তোয়"—এই পদটির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। প্রার্থনার পদের ন্যায় নামসংকীর্ত্তনের পদগুলিতে সংসারের অনিত্যতা ও নামের মাহাত্ম্য কীর্তিত হইয়াছে। আত্মগত অনুভূতির আলোকে উক্ত পদগুলি অনবদ্য বাণী সুষমা লাভ করিয়াছে।

রামকৃষ্ণ মল্লিক গৌরাঙ্গ বিষয়ক কয়েকটি পদ রচনা করিয়াছেন। ব্রজরাজ বল্লভ, নবদ্বীপচন্দ্র, চৈতন্যচন্দ্র, কলির কালিমা, কলুষ নাশ করিবার, সংসারের দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা কাতর মানুষকে উদ্ধার করিবার জন্য অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—

গোলককে বৈভব সুখ হৈইব প্রকাশ।
এ কলি কলুস ঘোর তিমির বিনাশ॥
দিন হীন ছিল যেবা প্রেমে উতরিল।
আনন্দের অবধিনাই হইলা বিভোর।
জীবলাগি পতিত পাবন অবতরি।
কেবল করুণা জানি দীন-দয়াল॥

পতিত-পাবন, প্রেমাবতার চৈতন্যচন্দ্র সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার বিচ্ছেদে শচীমাতার বেদনা মথিত একটি সকরুণ চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন কবি—

নদিয়া হল্য যেন সমন সদন
সহর গহন সম ভেল রে।
কো বিধি আমার দারুন বজর
মাথায় পড়িয়া গেল রে।
আছে অবশেষ অনলে প্রবেশ
আমি মেল করিয়া মরিব রে।
অগম জলের পাথার ভিতর

গলায় কলস বাধিয়া রে ।

এমন সময় আমার তনয়

হে জনা অনিঞা দেয় রে ।

একুনে বৈভব সকলি লেউক

প্রাণদান দেউক সেই রে ।

হরিনাম সংকীর্ত্তনে রত, আত্মহারা প্রেমোন্মত্ত চৈতন্যচন্দ্রের একটি রূপ ধরা পড়িয়াছে নিম্নদ্ধৃত পদটিতে—

গায়রে চৈতন্যচন্দ্র তাদৃমি ত নিত্যানন্দ

প্রেমানন্দে উঠিল কল্লোল ।

সবে মেলি হরি বল হয়ে গো মঙ্গল

রচইব রসের হিল্লোল ॥

....

.... —

তরইতে সংকীর্ত্তন রসিক সমুহ আন

আনন্দিত হইয়া প্রকটিতে ।

গন্ধমাল্য মনোহর দিব্য মাল্য অলঙ্কার

চত্তশ্যোম দিয়া স্তুবাসিতে ॥

শ্রীরাধিকার ভাব-কান্তি অঙ্গীকার করিয়া চৈতন্যদেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন । তিনি ছিলেন অন্তরে কৃষ্ণ ; বাহিরে শ্রীরাধিকা—একাধারে রাধাকৃষ্ণ । কবি রাধাকৃষ্ণের যুগল তনুর ঘনীভূত সত্ত্বার বর্ণনায় অসাধারণ শিল্প প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন—

কি পেখব রে সখি রাধিকার অঙ্গ ।

দশ চারি ভুবন করল গৌর রঙ্গ ॥

ভুবন মোহন অঙ্গ কিবা অনুপাম ।

তার ছটায়ে হৈলা গৌর নব ঘনশ্যাম ॥

সারি শুক পিক অলি চাতকী মউর ।

রাজহংস চক্রবাক সকলি গৌউর ॥

তৃণলতা তরুকুল আদি ফুল-ফল।
কুরঙ্গাদি পশু গৌর কালিন্দির জল ॥

রামকৃষ্ণ মল্লিকের কবি প্রতিভার সর্বাধিক স্ফুরণ ঘটিয়াছে রূপানুরাগ ও মিলনের পদে। রূপের প্রতি অনুরাগ কবি চিত্তের একটি স্বাভাবিক ধর্ম। যাহাকে দেখিয়া 'রূপের পাথারে আঁখি ডুবিয়া রয়' 'যৌবনের বনে মন হারাইয়া যায়'—পরম সুন্দর যাহার রূপ দেখিয়া আত্মহারা, সেই বিশ্ব-সৌন্দর্য্যময়ী জ্যোতির্ময়ী কন্যার রূপ অঙ্কন করিতে গিয়া কবি বিশ্বের সৌন্দর্য্য ভাণ্ডার হইতে তিল তিল করিয়া সৌন্দর্য্য আহরণ করিয়াছেন—

কিবা ও সুধামুখী চাঁদের শোভা।
কুন্দ আঙুলি কনক চাঁপা ॥
লবঙ্গ বকুল সুবর্ণ যুতি।
কনক কেতকি শোভিছে তথি ॥
ভালে সে তিলক অলকা পাঁতি।
সুরঙ্গ সিন্দুর শোভিছে তথি ॥
কিবা ও কাজর নয়ানে সাজে।
তাহাতে নিমিখ খঞ্জন গঞ্জে ॥
অধর জিনিছে বা বিম্বু।
নিন্দএ দশন মুকুতা ফল ॥
... .
....
রামরম্ভা জিনি উরুযুগ খানি।
চরণ পঙ্কজে নুপুর শোভে।
ভ্রমএ ভ্রমরি মধুর লোভে।
কোটি সুধা জিনি নখ কান্তি।
রামকৃষ্ণ মল্লিকে তোথিএ প্রণতি ॥

রূপানুরাগের ন্যায় মিলনের পদেও কবি তাঁহার স্বভাব সিদ্ধ-সৌন্দর্য্যবোধের পরিচয় দিয়াছেন। প্রবাল, পরস, হিরক ও নানারূপ পুষ্পে সুশোভিত রত্নময় সিংহাসনে কবি রাধাকৃষ্ণের মিলন-লীলা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ভক্ত কবির হৃদয় এই অপরূপ মিলন দৃশ্য দেখিয়া আনন্দাশ্রুতে আপ্লুত হওয়াতে এই মিলনকে কবি ধ্যানে নিরীক্ষণ করিয়াছেন—

কি পেখব রে শোভা নিধুবন ময়।
নানারূপ যুক্ত ওমি মণি মুক্তা ময়॥
প্রবাল পরস হিরা শোভে থরে থর।
ভূবন মোহন কুঞ্জ নিকুঞ্জ ভিতর॥
একে সে কল্পতরু মনোরথ দাতা।
নানা পুষ্প বিরাজিত কিশলয় পাতা॥
সুগন্ধি সৌরভে মন্দ বহে সমীরণ।
পরাগে ধূসর সব নব নিধুবন॥
রত্নময় সিংহাসন মণি মুক্তা সাজে।
রাধাকান্ত পরিরাজ তাহাতে বিরাজে॥
অভিনব রঙ্গিনি রূপে অনুপাম।
কত সে প্রকাশ রসের নিধান॥
কোকিলি সারিকা শুক পঞ্চম গায়।
প্রেমে উনমত নাচে মত্ত শিখি তায়॥
রামকৃষ্ণ মল্লিক প্রেম উথলিছে চিতে।
স্থলিলে সুবল আঁখি ধ্যানে নিরখিতে॥

রামকৃষ্ণ মল্লিকের পদগুলির মণ্ডন-সমৃদ্ধতা লক্ষ্য করিবার বিষয়। ছন্দ, অলংকার ও ধ্বনি মাধুর্যে পদগুলি সুন্দর। সাধারণ পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দেই পদগুলি রচিত। শব্দালংকার ও অর্থালংকার উভয় প্রকার অলংকারই কবি ব্যবহার করিয়াছেন। পদগুলির মধ্যে

অনুপ্রাস অলংকারের উল্লেখ কয়েকটি করা হইল।

'নবিন দামিনি যেন নব ঘনে কোর।'

'নবরসে উনমত নব অনুরাগে'

'সুমিত্রা সুভদ্রা সৈব্যা সুলোচনা সখী

সুধা মুখী, সুধাসিন্ধু সখি শকুন্তলা'

'চাতক কপোত আদি চকোরি চকোর'

ফুলের প্রতি অনুরাগ কবি চিত্তের আর একটি উল্লেখযোগ্য বিশেষতঃ। জুঁই, নাগেশ্বর, কৃষ্ণকেলি, করুবক, শিরিস, পুষ্পক, শেফালিকা. নিমলি, মালতি, কুন্দ, লবঙ্গ, মল্লিকা, পদ্ম, কুমুদ, কিয়া, মাধবিকা, কদম, মল্লিকা, পারিজাত, বাসকনা, কুটজ, দনা, পাটুলি, পলাস, বেলা, করবি, কেতকি, কাঞ্চন, কনক, কুন্দ, চম্পক প্রভৃতি বিভিন্ন জাতের ফুলের নাম করিয়াছেন কবি। মধ্যযুগের আর কোন কবি তাঁহাদের রচিত পদ বা কাব্যে এত ফুলের উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না।

রামকৃষ্ণ মল্লিকের পদগুলির আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট হইল পদগুলির সঙ্গীত ধর্মীতা। তাঁহার রচিত অনেক পদেই রাগ-রাগিনীর উল্লেখ আছে। কবি ভৈরবী, পাঠ মঞ্জরী, কামোদ, করুনা সুইদেশ, বরাড়ী, ধানসী, ভূপালি, বিলাস, কেদার বসন্ত ইত্যাদি রাগ-রাগিনীর ব্যবহার করিয়াছেন। তাহা ছাড়া বহুপদে মুরজ, পাখবাজ, খামকা, ঢুলকী, জম্ফ, জগজম্ফ, ধুসরী, মন্দিরা, ঝাঁঝরি, মৃদঙ্গো, পাঙ্গো, মহুরী, বেণু, ভেরী, দগড়ী, ডিণ্ডিমি, ঢোল, করতাল ইত্যাদি বাদ্য যন্ত্রের নাম রহিয়াছে। ইহা হইতে অনুমান করা—অসঙ্গত হইবে না যে, কবি নিজেও একজন সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন, নহিলে পদের মধ্যে এত রাগ-রাগিনীর ও বাদ্যযন্ত্রের নাম উল্লেখ করিবেন কেন? রামকৃষ্ণ মল্লিকের পদগুলির উপর বিষ্ণুপুর ঘরনা সঙ্গীতের ধ্যানের সমাহিত রূপটি যে বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

মল্লিক-পরিবারের অন্যান্য পদকর্ত্তাগণ রামকৃষ্ণ মল্লিকের ন্যায় উচ্চতর কবি প্রতিভার অধিকারী ছিলেন না। শ্যাম মল্লিকের তিনটি পদ পাইয়াছি। দুইটি পূর্বরাগের ও একটি বিরহের পদ। বংশীধ্বনি শুনিয়া শ্রীমতীর হৃদয়ে যে পূর্ব্বরাগের সঞ্চার হইয়াছিল, তাহার বর্ণনা রহিয়াছে। বাঁশীর সুরের মধ্যে একটা অনির্দ্দেশ্য ব্যঞ্জনা আছে। উহা যেন "অশ্রুতের গান" অথবা সুদূর হইতে ভাসিয়া আসা অসীমের আহ্বান।

"ওগো সুদূর, বিপুল সুদূর,
ওমি যে বাজাও ব্যাকুল বাঁশরী,
কক্ষে আমার রুদ্ধ দুয়ার
সে কথা যায় যে পাসরি।"

—ব্যাকুল বাঁশরীর সুর যখন কানের মধ্যদিয়া আমাদের মরমে গিয়া পেঁাছায়, তখন আমাদের ঘর ছাড়িয়া অনির্দ্দেশ্য পথে ছুটিতে হয়। সমাজ, সংসার, কুল, মান কোন কিছুই বাঁধা মানে না। শ্যাম মল্লিকের একটি পদে বংশী ধ্বনির সেই দুর্ণিবার আকর্ষণের কথা বলা হইয়াছে—

বাঁশি বড় পরমাদ হল্য।
সুনিআ গুনিআ মোর হিআ সুখাইল॥
কহনা কোথারে জাব করিব কি বুদ্ধি।
বনে কুহুঁরে বাঁশি বাজে নিরবধি॥
কিবা নিসি কিবা দিসি সঅনে সপনে।
বিসম বাঁশের গিত লাগিয়াছে মনে॥
হেন বুঝি জাত্রি কুল নারিব রাখিতে।
কাল হৈল কালিয়া কানাঞ্রির বাঁশির গিতে॥
একে সে মোহন রূপ তাহে মুরুলির ধ্বনি।
ইথে ধৈরজ ধরিতে নারে কেমন রমনি॥
শ্যাম মল্লিক কহে চির্ত্তে লেহ পরবোধ।

বাঁশিতে মজিল মন না জানে বিরোধ ॥

ধরনি ধর মল্লিকের লেখা দশটি পদ পাওয়া গিয়াছে। পদগুলি প্রার্থনা, গৌরাঙ্গ বিষয়ক, ও মিলনের পদ। মিলনের দু-একটি পদে কবির প্রতিভার সাক্ষর আছে। উপমা অলংকারের সার্থক প্রয়োগে নিম্নোদ্ধৃত পদটি অনির্বচনীয় বাণী সুষমা লাভ করিয়াছে—

রাই কানু বিলসে মধুর বৃন্দাবনে।
দুই চাঁন্দ একই ধাঞিঃ বদনে ॥
কুবলয় মাঝে জেন চম্পকের দাম।
নবঘন কোরে কিবা বিজুরি অনুপাম ॥
কাজলে মিসাইআ জেন নব গৌরচনা।
নিলমণির মণির ভিতর পসিল কাঁচসনা ॥
আঁধারে জ্বলিছে জেন রসের দিপিকা।
তমালে বেড়ল জেন কনক মল্লিকা ॥
বিদগদ জনার নাগরি রলুঁ কোলে।
কালজলে সোনার কমল জেন হেলে ॥
ধরণি মল্লিক কয় পুরল বাসনা।
পাইলে নাগর আজু মন্দিরে আপনা ॥

জগন্নাথ মল্লিকের মাত্র একটি পদ পাইয়াছি। পদটির অর্থ বোধ্যগম্য নহে। লাল বিহারী, গোপীরমন ও সৃষ্টিধর মল্লিকের পদগুলি 'গতানুগতিক, পূর্বসূরী কবিদেরই অক্ষম ধারার অনুবর্তণ।

শ্রীশ্রীরামঃ।

(পদ ১)

উঠিঞা বিহানে সভাখণ্ড সনে ভরত বসিল আসি।
সবা সম্বোধিআ অনুজ চাহিআ কহে নেত্র জলে ভাসি॥
সুতিআ আছিনুঁ শপন দেখিলুঁ রজনির অবশেষে।
সবংশে রাবণ করিআ নিধন রামের গমন দেশে॥
পবন নন্দন জানকি লক্ষ্মণ ঋক্ষু রাক্ষস কপি।
অযোধ্যা ভবন সবার গমন কনক বিমানে চাপি॥
সভাখণ্ড সনে আমরা দুজনে পাদুকা মাথাএ করি।
রাম আনিবারে গো মতির তিরে গিআছি রভসে ভরি॥
গিরি চিত্রকুটে মুনির নিকটে রজনি বঞ্চিআ সুখে।
মাগিআ মেলানি রাম গুণমনি গমন সদন মুখে॥
হৃদি নবগুণ পৃষ্ঠে শর তুণ শরাসন বাম হাতে।
দুর্ব্বাদল শ্যামকান্তি অনুপাম জটাজুট শোভে মাথে॥
আমাদের দোঁহা দেখি সকরুণ আঁখি নমিলা অবনি তলে।
সজল নয়নে আমরা দুজনে পড়িলুঁ চরণ মুলে॥
ভাই ভাই বলি ভুজ যুগ মেলি আলিঙ্গন দিলা রাম।
হেন শুভ যোগে মোর নিদ্রা ভাঁগে বিধাতা হইল বাম॥
শুনিয়া শসন সবলোক জন নয়ন সলিলে ভাসে।
বীর শত্রুঘন সজল নয়ন, কহে মনোহর দাসে॥

—o—

(পদ ২)

ঐ ছন সময়ে শ্রবণে আসি পৈঠল রামজয় মঙ্গল বাণী।
সচকিত নয়নে সবহুঁজন বোলত কোই আয়ত নাহি জানি॥
পন্থ নিহারি সুমন্তক হত হনুমন্ত মহাবির আত্র।
ভরত শত্রুঘন মারুত নন্দন হেরি বহুত সুখপাত্র॥

রাম রাম রঘুনন্দন রটইতে নয়ন গলএ জলধার।
পুলকিত সব তনু কণ্টকি ফল জনু মীলল বায়ু কুমার॥
ভরত শত্রুঘন চরণে লোটায়ল দুহুঁ আলিঙ্গন দেলা।
দাস মনোহর আশ কি পূরব বিহি কিএ অবিমুখ ভেলা॥

—০—

(পদ ৩)

জানকি রঘুবর আশিষ দেন।
অনুজ ওহাঁরি প্রণতি বহু কেন॥
শুনহ নিবেদিএ মঙ্গল বাত।
লঙ্কা বিজই ভেল রঘুনাথ॥
রাবণ মারি উদ্ধারিআ সীতা।
বিভিষণ উপরে ধরায়ল ছাড়া॥
সমদল সঙ্গে সুবর্ণ বিমানে।
আয়তু রঘুপতি হসিত বয়ানে॥
রজনি ভরদ্বাজ ভবনে গোঙাই।
তুয়া পাসে সাজহ আনিতে রাম।
দাস মনোহর নাম॥

(পদ ৪)

আয় বাছা হনুমান কি দিব তোমারে।
বচনের অনুরূপ ধন নাহি ঘরে॥

হনুমান বলে দেহ চরণের ধুলি॥
কুশলে রাখুণ তোরে দেব গদাধর।
কুশলে রাখুন তোরে উমা মহেশ্বর।
কুশলে রাখুন তোরে দশদিক পাল।
নবগ্রহ কুশলে রাখুন চিরকাল॥

জলে স্থলে অনলে রাখুন দেহগণ।
এত বলি দিল তারে দৃঢ় আলিঙ্গন ॥
বিশ হাজার ঘোড়া দিল বিশ হাজার হাতী।
দশ হাজার গাভী দিল মহা দুগ্ধবতী ॥
নানা রতন অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করি।
রূপ গুণে শীলে দিল পাঁচ হাজার নারী ॥
নারীগণ আসিঞা বেড়িল হনুমানে।
কাতর হইঞা হনু চাহে চারিপানে ।।
হনুমান বলে স্থন সকল স্থন্দরী।
তোমা সবা দেখি জেন জনক ঝিআরি ॥
সবার নন্দন আমি সবে মোর মাতা।
আশীর্বাদ কর হেব নোভাইএ মাথা ॥
এতবলি হনুমান প্রণাম করিল।
ধন্য ধন্য হনুমান সবে প্রস'শিল ।।
দাস মনোহর বলে আতি সে আনন্দ।
নয়ণ ভরিআ নিরখিব রামচন্দ্র।

(পদ ৫)

শত্রুঘন সঙ্গে পুলকিত অঙ্গে ভরত চলিল ধাঞা।
রাম আগুসার শুভ সমাচার কৌশল্যাকে কহে গিঞা ।।
স্থন স্থন গো জননি মোর।
আজি দশচারি বচ্ছর উপরি দেখিবে রঘু কিশোর ।।
জাহার লাগিঞা কান্দিআ কান্দিআ তেজিলে ভোজন পান
সে রঘুনন্দন দেশে আগমন কহে শুন মনোহর ।।

(পদ ৬)

কৌশল্যা উঠিঞা বাহু প্রসারিঞা ভরতে করিল কোলে।

শত্রুঘন স্বখাঞা সুখে গদগদ স্বরে বলে।

বাছা হনুমানে আনতা কি।

রামের কিঙ্কর সেই কপিবর নয়ণ ভরিঞা দেখি ।।

বসনের ঘর রচিল সত্যের শত্রুঘন বীর গিঞা।

তাহাতে বসিলা সুমিত্রা কৌশল্যা শতাষত সতিনি লঞা ।।

এমন সময় পবন তনয় ভরতের আজ্ঞা পাঞা।

সবাখণ্ড সনে আইল সেখানে পুলকিত তনু হঞা ।।

অবনি লোটাঞা প্রণতি করিঞা কৃতাঞ্জলি হনুরে হে।

জন সব হইবে নিরব দাস মনোহর কহে ।।

(পদ ৭)

শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতার প্রনাম জানাভ জননি আগে।

অযোধ্যা ভবন রামের গমন জানাভ সবার আগে ।।

রাবণ বধিঞা সীতা উর্দ্ধারিঞা বিভীষণে রাজা করি।

সবাখণ্ড সত্যবতি বিমানে আসিছেন রামহরি ।।

গোমতির তিরে রাখিঞা সবারে আমি আর অযোধ্যাতে।

দেখিবে শ্রীরাম দুর্ব্বাদল শ্যাম চলচল মোর সাথে।

সুনিঞা বানি রাম জয়ধ্বনি উঠিল আকাশ ভরি।

কহে মনোহর সাজহ সবে রাম দরশন করি।

(পদ ৮)

বিবিধ বাজনা বাজে অতি অনুপাম।

চিরদিন উপরে দেখি সীতারাম ।।

শত্রুঘন আদেশে সকল প্রজাগণ।

আনন্দে আসিঞা করে নগর রক্ষণ ।।

সুবর্ণের ঘট প্রতি দুতারে দুআরে।

আম্রের পল্লব দিল তাহার উপরে ।।

শারি শারি দুআরে রোপিল রামকলা।

পথের মার্জন করি বাঁধে বনমালা ॥
সীত পীত নীল রঙ পতাকা সকল।
প্রাসাদে প্রাসাদে শোভে পবনে চঞ্চল ॥
স৹খ ঘন্টা বাজে সব দেবতার স্থানে।
শত উপচারে পূজা করএ ব্রাহ্মণে ॥
গগন ভরিঞা উঠে রাম জয়ধ্বনি।
দাস মনোহর বলে কি মধুর মুনি ॥

(পদ ৯)

অশ্ব গজরথ সাজলি করি।
রামের পাদুকা মাথায় করি ॥
ভরত সাজিল আনিতে রাম।
সঙ্গে শত্রুঘন উপর ॥
অশ্ব পৃষ্ঠে কত দামামা বাজে।
সুবর্ণের ঘর সুন্দর গজে ॥
শিবু খুব নায়ী।
সবে চলে শূন্য করিঞা পুরী ॥
দুর্ব্বা ধান্য ফুল করিঞা হাতে।
বশিষ্ট আশিষ দিতে ॥
প্রেমানন্দে তনু পুলক হঞা।
গুহার নগরে প্রবেশ গিঞা ॥
নাচে রাম বলিআ মুখে।
রাম কতদূরে বলিআ ডাকে ॥
সমুখে ভরতে দেখিতে পাঞা।
রামের ভরমে আইল ধাঞা ॥
অবসর নাহি নয়ণ জলে।
মুখে বুকে ধারা বাহিলে ॥
গুহারে দেখিঞা ভরত ভোর।

বাহু পসারিঞা করিল কোর ॥
গুহা আগু করিয়া তবে।
রামগুণ গাঞা চলিলা সবে ।
খঞ্জ জন চলে লগুড় হাতে ।
পথে ভেল অন্ধক সাতে॥
খঞ্জ কহে অন্ধ জাইবে কোথা ।
অন্ধ কহে রাম লক্ষ্মণ যেথা ॥
পুন খঞ্জ কহে অন্ধক পাশে।
আঁখি নাহি রাম দেখিবে কিসে ।
অন্ধ কহে সুন

তোমরা দেখিবে সে চান্দ মুখ ।
সার সুখ ॥
সবা সঙ্গে রাম কহিব কথা ।
তাহে ঘুচাইব শ্রবণ বেথা ॥
এত বলি অন্ধ চলিআ জায় ।
রাম নাম নিতে নয়ন পায় ॥
হেন রাম নাম না আসে মুখে।
দাস মনোহর বঞ্চিত সুখে॥

(পদ ১০)

কত দুরে গিঞা ভরত বলে।
রামেরে দেখিঞা পদ না চলে ॥
আর বাছা হনু কি কাজ কৈলি ।
মিছা কহি কেনে ॥
হনু বলে প্রভু কি আর বল।
গোমতির পার হইঞা চল ॥
নয়ন ভরিঞা দেখিবে রাম ।
দাহিনে লক্ষ্মণ জানকি বাম॥

হনুর বচন সুনিঞা সবে।
গোমতির পার হইল তবে ॥
সুনিতে পাইল কটক রোল।
মনোহর ভাসে সুখ হিল্লোল ॥

(পদ ১১)

ভবতে দেখেন রাম আপন সমান।
শিরে জটা গাছের বাকল পরিধান ॥
নিতি নিতি উপবাসে খীন কলেবর।
পাদুকা দুখানি শোভে মাথার উপর ॥
তেমতি দেখেন রাম শক্রুঘন ভাই।
জিউ অবশেষে আছে দেহে কিছু নাই
তেমতি দেখেন অযোধ্যার প্রজাগণ।
অস্থি মাত্র সার দেহে দুর্ব্বল জীবন ॥
এসব দেখিঞা রামের সজল নয়ন।
গুহকের প্রতি দৃষ্টি পড়িল তখন ॥
রাম জয় জয় রাম জয় বলি।
অনেন্দে নাচএ গুহা হঞা কুতুহলী ॥
রাম নামানন্দে গুহা কিছুই না জানে।
পুলকে পুরিত দেহ ধারা দু নয়নে ॥
গুহার ভকতি দেখে ভকত বৎসল।
করুণে অরুণ আঁখি করে ছলছল ॥
অনুজ বারিঞা সঙ্গে জানকীর সাতে।
ভুমিতে না মিলা ধনুসর হাতে ॥

—o—

'মনোহর দাসের'
রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদ

(পদ ১)

জয় জয় রাধে জিকৈ স্মরণ তুঁহারি ।
ঐছন আরতি জাউ বলিহারি ॥
পাট পাটম্বর উড়ে নিল সাড়ি ।
সিতাকো সিন্দুর জাউ বলিহারি ॥
রতন সিংহাসনে বৈটল গোরি ।
আরতি করতহিঁ ললিতা পিআরি ॥
চোউদিগে সখিগণ মঙ্গল গায়ে ।
শ্রীরূপ মঞ্জুরি সখি চামর ঢুলাঞে ॥
তু পদ পঙ্কজ ভকতি হি আসা ।
দাস মনোহর কবত ভরসা ॥

(পদ ২)

কি নাম কি নাম কি নাম বলনা
ভাই আরবার স্থনি গো ।
এ দুই আখর জগমণ হর
অমিঞা রসের খনি গো ॥
না কান জদি হয় নাম
তবে সে শ্রবণ করি গো ।
বিধি দিল দুই কি করিব মুঞি
স্থনিঞা ঝুরি য়্যামরি গো ॥
মধুর মধুর অতি স্থমধুর
তাহা হতে স্থমধুর গো ।
জে থুইল নাম তারে পর নাম
তাহাব বালাই দুব গো ॥

মুখে নিতে নাম নাচে অবিরাম
মুখ বহু হতে চায় গো।
হেন নাম জার সে রস পাথার
দাস মনোহর গায় গো ॥

-০

(পদ ৩)

ধে ধে ধে ধে ধেনুচালা সি সি সিদামারে
ধ ধ ধবলি কি কি কিবারে।
কি কি কিনি অঙ্গ অঙ্গ সুখে
মাথার কিরারে।
কা কা কানাঞা কি ভুঞিরে।
ভা ভা ভান ভান যা যা যাক বেলদেবা মঞিরে ॥
জা জা জাব সু সু বলারে।
ভা ভা ভঅ নাই মা মা রি বলাই
লে লে ফু ফুল মালারে ॥
শ্রীঅর্চ্যুত অগ্রজ রোহিনি নন্দন
হলধারি বলরাম রে।
তাহার চরণ সেবে অনুক্ষণ
দাস মনোহর নাম রে ॥

(পদ ৪)

নন্দ ভর তনু শোভা।
হেরিত্র জগমণ লোভা ॥
কী ফল পুনমিক চন্দে।
জাহা পদ নখ মণি হন্দে ॥
কিফল কুবলয় কাতী।
জাহা দিঠী অঞ্চল ভাতী ॥
কি ফল মোতিক য়োতী।
দসন কিরণ নাহি হোতী ॥

কি ফল নিলমণি দামা।
জাহা সুন্দর সিত শ্যামা॥
কি ফল মধুকর পুঞ্জে।
অঙ্গ কিরণমণি গঞ্জে॥
বপ নয়ন ভরি পীব।
ব্রজ জন জীবন জীব॥
রূপের হল মোতি চোরা।
ব্রজ জন নয়ন চকোরা॥
সুখমতি মন্দআ রসে।
ভনত মনোহর দাসে॥

—o—

(পদ ৫)

পসু পভু মারক সঙ্গহি নিবসসি
ভুসন কর বনফূল।
তুহ কিএ জানবি প্রেম সূধানিধি
মণি মহাধন মূল॥
মাধব এ কিএ সাহস তেরি।
সোতু অপরাধ কাহে তুহ ঝঞ্ঝলি
তুহু আঅলি পগহভি॥
জনি কহু চাটু বচ ন কহি সত বেরি
চরণে লটাঅলু হাম।
তব হুল সুন্দরি মুঝ মুখ নাহে বেল
অতএ শরণ অহু কাম॥
একে নব নাগরি রজনি উজাগরি
সনমনি এ কুঞ্জে॥
অবনত আননে ধেইচল তব ধনি
গরব গঙ্গাধর সিঙ্গে॥

অতএ সে অপুবস্ত বচন না সুনল
না হেরল মলিন বয়ান।
দাস মনোহর তোহে কি দোষব
পিবিতি কবিত না জান ॥

—০—

(পদ ৬)

এতুয়া তুরগতি বিনতি বিআকুল
শ্রবন দরস রস আসে।
চন্দ্রাবলিগণ শ্রবণ নয়ন মন
চড়া ফিরত আস পাসে ॥
হাম চলব সখি আব তে নাগর
সাধএে প্রাণব তায়।
তুহু জদি ঐচ্ছে মানে পুনবৈর্চবি
তব কা কৈছে উপায় ॥
বিপুল বৈরিগণ হাসব নাচব
নাহ পায়ব দুখে দুখ।
হাম পামরি তব ব্রজপুর মাঝই
কৈছে দেখা তার মখ ॥
বিনিগুণ পরখি সপতি করু সুন্দরি
পুন ইহা না করব আব।
মনোহর দাস তরিতে গমন করু
ঐ হি ঐ হি তিনবার ॥

—০—

(পদ ৭)

বোলসি বোলহ কিয়া এ হাম বোলব
বোলব জদি করু কানে।
সরবস গেল অঙ্গ ভেল জর জর
দারুন মানিনি মানে ॥
সহচরি আবহুঁ কহসি কটুবানি।

জননি জনকগণ সখাগণ গোধন বতি
রহুঁবী হুই না জানি ॥
নয়ান হি রাই রাই মধু বয়ন হি
মরমহি রসবতি রাই ।
রাই বিনে কোন পাথার পানি পৈঅব ইথি
সোহে জা কর গোসাঞি ।
এত শুনি সহচরি অন্তর দরবর
তাহে চরণ আস আস ।
সহচরি সঙ্গে জাইতে চাহে নাগার
রহুতো মনোহর দাস ॥

—০—

(পদ ৮)

কি কহব সুন্দর নন্দ কুমার[0] ।
বাক রতন জনু মন ভরি পাওল
র সোয়ঁ ঐছন কোরে হলার[0] ॥
কহইতে কো কহু অনুপাম ভঙ্গিম
অখিল রসামৃত ভাঁতি ।
ব্রজকুল গিরিগুহ কন্দরে উয়ল
সুররিপু কুবলয় কাঁপি ॥
কত সত ব্রজকুল রমনি তরঙ্গিনি
নিরখই তনু মন সাধে ।
পতি সুত গুরুঘর গরব খরব ভেল
দিঠি লাগল তঁহি জশোমতি জাদে ॥
জয় জয় মঙ্গল কলবর ঘোশই
গুণিগণ ঘেরল জাই ।
দধি ঘৃত নবণি অবনি তলকঙ্গণ
মাখন খীরক মঙ্গলা গাই ॥

নাট ভাট কত যূথ যূথ মেলি গুণিগণ
গণই না পার।
বীণ রবাব মৃদঙ্গ শঙ্খস্বর গায়ত
জয় জয় নন্দকুমার॥
ঘর ঘর জতুক জড়াও জম্বুনদ
যূথ যুবতি সঙ্গে মেল।
নিরখি নিতম্বিনি নিনীপণ কম্বুদ
তনুমন নয়নহি তিরপিত ভেল॥
রাজকুমার অপার অঙ্গহি বি অপরূপ
অদভুত ভাঁতি।
মনোহর সুখ দুখ অতি দুর গহ
রচয়তি নিরপম সুররিপু কাঁতি॥
(পদ ৯)
সুনরে সজনি আমার বাত।
আর কি বাদর স্যামের সাত॥
বেসব নাগ্রিব গোকুলানন্দ।
আর কি দিবেন কবরি বান্দে॥
আর কি তাম্বুল জগাব মুখে।
মালতির মালা পবাব সুখে॥
আর কি বসিব স্যামের বাম।
আর কি বাসিবে আমার নাম॥
আর কি বসিবে অঙ্গ হেলি।
আর কি নিকুঞ্জে করিব কেলি॥
আর কি কাননে করিব বাস।
আর কি সুনব মধুর ভাস॥
আর তা সহে করিব মান।
মনহর দাস করএ গান॥

পরমেশ্বর মল্লিক

(রাগ সুহি)

শ্যামলা সুসীলা, লিলাবতী চন্দ্রমুখি।
এক এক জন্ত্র লৈইয়া এক এক সখি॥
বিশাখা ললিতা চন্দ্রাবলী ঠাকুরাণি।
সব মণ্ডল সপ্তসরা পিনাকিনি॥
শ্রীমতী মালতি পদ্মা মদন মঞ্জরী।
যমক রবার ডমরু বিনা বাজাত্র ধুসরি॥
মধুমুখি মাধবি সুমুখী পঞ্চস্বরা।
বিনা পাখাজ কেহ মৃদঙ্গ মন্দিরা॥
সুকেশী সুগন্ধা ভদ্রা রুদ্রা বিনাবিনি।
গুণবতি ধরে শ্রুতি উপাঙ্গের ধ্বনি॥
কেহ গাত্র কেহো বাত্র কেহ নাচে অনুপাম।
মোহন মুরুলি রাধাশ্যাম করু গান।
বৃন্দাবনে দেখ কিসোরি কিসোর।
পরমেশ্বর ইহা অনুভব ওর॥

—০—

রাগ 'ধানসী'

সজনী অপরূপ কতনা আছএ বৃন্দাবনে।
কলপ তরুর মুলে কতনা আনন্দ ফলে
ধন্দ লাগিয়া গেলমনে॥
কাহার নিনাদে মেঘ মেদুর
অম্বুজ তাম্বকনা ববিসনে।
সোমেন্দু জনু চারু মোতিম
গাথল অঙ্গ নহে পরিসনে॥
চারুতর ধনি সুনিপ্রা বিহঙ্গম

গগনে বিহরণ ছাড়ে।

চাঁদের সুধারস তেজিয়া চকোর

অচেত ভূমিতে পড়ে॥

পূর্ণ শশি নিশি মধ্যে রইল বসি

দুইলক্ষ যোজন উপরে।

কতনা শশোধর দেখিয়া অগোচর

শ্রীবৃন্দাবনের ভিতরে॥

কতেক রমনি তাহা নাঞি জানি

এতেক ওই গেল কাজে

সখন সুস্মিত আপনা বিস্মিত

চিত্রাপিত দ্বিজরাজে॥

পরমেশ্বর বানি হেন অনুমানি

সুখের নাহিক ওর।

গোপিগণ মেলি কেলি অবিরাম

নাগর পড়ি গেয়ল তার॥

'রামকৃষ্ণ মল্লিক'

প্রার্থনার পদ

(পদ ১)

রাধাশ্যাম তুমি জানি কৃপার নিধান।

তোমা হেন কৃপা নিধি		না ভজিলাঙ জন্মাবধি

অব মোরে কো করব ত্রান॥

দুর্ল্লভ জনম মোর		মিছা মায়া মোহে গেল

মজিলাঙ সংসার মোহ মদে।

ও পদ পঙ্কজ রতি		না জন্মিল প্রেম ভক্তি

না ভজিলাঙ তোমা নিরাপদে॥

না করিলাম সাধু সঙ্গ		দশ দিশে দশা সাঙ্গ

অবমোরে প্রতিকুল বিধি।

অসীম দুরন্ত প্রাণ		বাঞ্ছা কলপ তরু তুমি

নিকরুন না হল কৃপানিধি॥

না ভজিলাঙ ভক্তি যোগে		ও পদ পঙ্কজ রাগে

পরিণামে কি হব আমার।

রামকৃষ্ণ মল্লিক		নব অভিলাস ধিক

ধিক কাম দুট হেন সংসারে॥

(পদ ২)

নাম সংকীর্ত্তনের পদ

রাগ—'ভৈরবী'

রাধে কৃষ্ণ গায়রে মন মুরুখ গুঁয়ার রে।

অনিত্য সংসার মদে আছ মাতোয়াল রে॥

রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ গায় রে।

কণ্ঠ ভরি সুধাসিন্ধু পূর্ণ করি পায় রে॥

রাধে কৃষ্ণ রাধেকৃষ্ণ বল বারে বার।
হেন জন্ম পুনরপি পাবে নাকি আর॥
রাধেকৃষ্ণ রাধেকৃষ্ণ রাধেকৃষ্ণ কহরে।
শিয়রে জমের দূত তাই নাহি দেখরে॥
রাধেকৃষ্ণ নামে রাখ দৃঢ় অভিলাস রে।
না পারিবেক কলিকাল করিতে গ্রাস রে
রাধেকৃষ্ণ রাধেকৃষ্ণ রটরে।
নাম খড়্গে কর্ম্ম সূত্র কেন নাহি কাট রে।
রাধেকৃষ্ণ রাধেকৃষ্ণ রাধেকৃষ্ণ ভজরে।
ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য রস পূর্ণভাবে বুঝবে॥
রাধেকৃষ্ণ নাম সদা দৃঢ় চিত্তে লেয় রে।
ভক্তি যোগ রাগ মার্গের হবে পরিচয় রে॥
রাধেকৃষ্ণ রাধেকৃষ্ণ শুদ্ধচিত্তে শিখরে।
পুলকাশ্রু স্বেদ হর বৈবর্ণ তন্ময় রে॥
রাধেকৃষ্ণ রাধেকৃষ্ণ ডাক উচ্চস্বর রে।
পালাবে জমের দূত এসে ভয় ডর রে॥
রাধেকৃষ্ণ রাধেকৃষ্ণ করহ রটনা রে।
জন্মান্ত দুঃখ জাবে জঠর জাতনা রে॥
রাধেকৃষ্ণ রাধেকৃষ্ণ রাধেকৃষ্ণ রাধে।
পাইবে করুনা সিন্ধু সদা নিরাপদে॥
রাধেকৃষ্ণ রাধেকৃষ্ণ নিরবধি ভজরে।
পাইবে পরমানন্দ গোলক বৈভব রে॥
রাধেকৃষ্ণ রাধেকৃষ্ণ জপ প্রাণ পণেরে।
দিবস রজনি কিবা শয়ন ভোজন রে॥
রাধেকৃষ্ণ নামে কর চিত্ত আরোপন রে।
জন্ম জন্মান্তরের পাপ হবে বিমোচন রে।

রামকৃষ্ণ মল্লিক গায় উনমল চিতে।
রসসিন্ধু উথরল যুগল নামামৃতে ॥

(পদ ৩)

জয় গোপীজন বল্লভ রসিক কলা নিধি
জয় জয় বৃন্দাবন চন্দ।
জয় জগ মোহন জশো জীবন
জমুনাপতি জয় রসিকা নন্দ ॥
জয় জয় মাধব জয় ব্রজ বল্লভ
জয় ব্রজরাজ কিশোর।
অভিনব মনোহর জয় ব্রজ সুন্দর
গোপ রমনি চিত চোর ॥
জয় ব্রজ শেখর রস ময় সুনাগর
জয় জয় রসিক মুরারী।
জয় বৃষ ভানু সুতা পতি রাধাকান্ত
জয় জয় নিকুঞ্জ বেহারি ॥
জয় কৃষ্ণ মনোহর রসিক সিরোমণি
জয় নিকুঞ্জ নিবাস।
জয় দামোদর আনন্দ করুণা নিধি
জয়শ্রী ধরণি নিবাস ॥
জয় প্রাণ বল্লভ গোপিনাথ জয়
জয় গোবর্দ্ধন ধারি।
জয় গোপীরমণ গরুড় ধ্বজ জয়
জয় কেশব কংশারি ॥
জয় জয় শ্যাম সুন্দর মদন মনোহর
জয় জয় গোবিন্দ লাল।
ভুবন মঙ্গল প্রেম সুধা নিধি
জয় জয় মদন গোপাল ॥

জয় পতিত পাবন কালিয়া মর্দ্দন
জয় জন্তু পতি মনোরথ দাতা।
জয় মধুসূদন কৃপালু হৃয়া নিধি
জয় গোকুল বিঘ্ন ত্রাতা ॥
জয় জন্তু নন্দন চিন্তামণি জীবন
জয় মুকুন্দ মথুরেশ।
জয় ব্রজ নাগর গোপী গোপেশ্বর
কৃপানিধি জগন্নাথ হৃসিকেশ ॥
জয় জয় স্বর হর হর গোপ পুরন্দর
জয় জয় গোপিনী হৃদয়া নন্দ।
জয় পদ্মনাভ পরুষোত্তম জয়
গোপেশ পরমানন্দ ॥
সকল মঙ্গলালয় জয় জগদীশ্বর জয়
জয় ব্রজপুর নয়নানন্দ।
নিভৃত নিকুঞ্জ ময়ুর রসেন্দ্র রসিকবর
জয় জয় ব্রজচন্দ ॥
নন্দ নন্দন জয় সদয় করুণাময়
জয় ব্রজ ভুষণ শ্যাম।
রামকৃষ্ণ মল্লিক চিত্ত ভাবই অবিরত
যুগল নামাবলি অনুপাম ॥

গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ
(পদ ৪)
শুনরে বড়ই আনন্দ কথা।
উদয় হইল গোকুল চাঁদের এথা ॥
গোলক বৈভব নদিয়ার লোক
সকলি মিলব ভাগ্যে সে পাইলাঙ ইবে।
না জানি কো বিধি হেন কৃপা নিধি

পাষণ্ডি শতেক আছএ জতেক
শুনিয়া মঙ্গল বোল।
নয়ন যুগল সলিলে পুবল
সবাই মুগধ ভাবে ভোব॥
প্রেমানন্দে জত জীব উলসিত
সভাব তোমন আনন্দ।
অবতার হেন পতিত পাবন
হৈলা নবদ্বিপ চন্দ॥
এ কলি কলুস হইল বিলাস
প্রকাশ নদিয়া পুব।
বামকৃষ্ণ মল্লিক ভজিতে এ সুখ
বিধি সে কবল দব॥

(পদ ৫)

সুন সুনবে নদিযাব লোক অপরূপ কথা।
শুনিতে বরজ চাঁদেব উদয হইল আসিযা এথা॥
উথলএ রসসিন্ধু এতো মন আনন্দ।
ব্রজবাজ বল্লভ নবদ্বীপ চন্দ॥
গোলকে বৈভব সুখ হৈ হব প্রকাশ।
এ কলি কলুস ঘোব তিমিব বিনাস॥
দিন হীন ছিল যেবা প্রেমে উতবিল।
আনন্দের অবধি নাই হইলা বিভোব।
জীব লাগি পতিত পাবন অবতবি।
কেবল করুণা জানি দীন দয়াল।
বামকৃষ্ণ মল্লিক কয নদিযা নবদিপে॥
প্রেমসিন্ধু উথবল দিগ বিদিগে॥

(পদ ৬)

বাছা ফিরিয়া আয় রে গোরা।

এমন বয়সে জথজ বিচ্ছেদ
আমার সংপতি থায় রে।

নবদ্বিপে আর চৈতন্য চাঁদের
উদয় দেখিব কবে রে।

ভুবন পাবন অনাথ তারণ
স্মরণ মঙ্গল দূতেরে।

সাত সুত গিয়া একা গৌর পায়্যা
আমার এ শুভ সংসার রে :

তাহে হল্য জদি প্রতিকুল বিধি
কালকূট করিব আহার রে।

চারু চন্দন করিয়া লেপন
মনের বাসনা পুরব রে।

এক শির মার্জন করি অনুপাম
মাল্য মনোহর রচইব রে।

নানা উপহার আর না খায়াইব
ইথির পঞ্চাম মোদক রে।

সঙ্গি সহচর লইয়া নিরন্তর
আর না ফিরব নদিয়া পুর রে।

ভাবিতে অন্তর আমার অমল
পুড়য়ে সকল দেহ কে।

নদিয়া হল্য যেন সমন সদন
সহর গহন সম ভেল রে

কো বিধি আমার দারুন বজর
মাথায় পড়িয়া গেলরে।

আছে অবশেষ অনলে প্রবেশ
আমি মেল করিয়া মরিব রে।

অগম জলের পাথার ভিতর
গলায় কলস বাঁধিয়া রে।
এমন সময় আমার তনয়
জে জনা আনিঞা দেয় রে।
একুনে বৈভব সকলি লেউক
প্রাণদান দেউক সেইরে।
গৌরাঙ্গ জবা নদিয়া সমাঝে
জগন্নাথের দিবসের বাতি।
রামকৃষ্ণ মল্লিক সচীর বিয়োগ
ভাবিতে দিবস রাতি॥

(পদ ৭)

রাগ—'পাঠমঞ্জরী'

নিতাই তুয়া আগে মোর নিবেদন।
বৃন্দাবন জাই আমি মায়েরে কহই তুমি
পরিণামে করিবে বারণ॥
ঐ লোক্য অবনি ধন্য নিধুবন জাহেরল্য
নিরখিব সেই সব স্থান।
ব্রহ্মা আদি দেবগণে হয়্যা তরুলতা তৃণ
পদরজ করএ ধ্যান॥
আপন তনয়া এই গোবর্দ্ধন বংশীবট নিরখই
বিশ্রামে আশ্বাস।
বৈকুণ্ঠ পুরি সুরিজন সিবব্রজ ধুলি লোটাইয়া
জুগল কুঞ্জে করইব আশ॥
গোপীকার পদরেণু ভুষণ করিব তনু
নিরখিব নিকুঞ্জ কুটীর।
মনোরথ আরোহন ভ্রমইব বনে বন

স্থখদ জুমনা তীর ॥

দিবা নিশি অনুক্ষণ বাধে কৃষ্ণ নব জাম
সেই স্থানে গড়াগড়ি দিব।

অতিশয় স্থললিত জমুনা বলয়া কৃত
সেই কুঞ্জে লিলা সিম্বরিব।

গুমি হয়্যা কৃপাবান জিবেরে করহ ত্রাণ
রহুক মহিতলে।

রামকৃষ্ণ মল্লিক কয় ভক্তগণ স্থির নয়।
জোড় করে কাঁন্দে উচ্চস্বরে।

(পদ ৮)

রাগ 'কামোদ'

গায়রে চৈতন্য চন্দ্র তাদৃমি ত নিত্যানন্দ
প্রেমানন্দে উঠিল কল্লোল।

সবে মেলি হরি বল . হয়ে গো মঙ্গল
রচইব রসের হিল্লোল ॥

গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব সাদিবে হৃিদয় ভবে পরত্রশ
এ ভব সাগরে।

স্বরূপে জাহ নিজ নিত্য এই তিন সবে সত্য
নিস্তারিতে এই চারু কারে ॥

মহন্ত বৈষ্ণবগণ বরণ করিয়া আন
প্রেম সিন্ধু উথলে সভার।

বন্দনা করিয়া সবে কর মহা মহোৎসবে
তর বিধি যদি হবে পার ॥

তরইতে সংকীর্ত্তন রসিক সমুহ আন
আনন্দিত হইয়া প্রকটিতে।

গন্ধমাল্য মনোহর দিব্য বস্ত্র অলঙ্কার
চন্ড শ্মোম দিয়া স্থবাসিতে।

যুগল মিলিত শ্রীগৌরাঙ্গ

(পদ ১৫)

কি পেখব রে সখি রাধিকার অঙ্গ।
দশ চারি ভুবন করল গৌর রঙ্গ ॥
ভুবন মোহন অঙ্গ কিবা অনুপাম।
তার ছটায়ে হৈলা গৌর নব ঘনশ্যাম ॥
সারি শুক পিক অলি চাতকী মউর।
রাজহংস চক্রবাক সকলি গৌউর ॥
তৃণলতা তরুকুল আদি ফুল ফল।
কুরঙ্গাদি পশু গৌর কালিন্দির জল ॥
দীগ বিদীগ নাই গৌর বিনে আল।
রাইরূপে আল কৈল কিদারু পাষাণ ॥
ত্রৈলোক্য মোহিনি রাই বিজয়ী শিরোমণি
বৃন্দাবনেশ্বরী রাধাশ্যাম সঙ্গিনি ॥
রামকৃষ্ণ মল্লিক মনে এই ত ধন্দ।
ফুটল কনক কমল ছুটল সুগন্ধ ॥

(পদ ১৬)

নিধু বনের শোভা সখি কি পেখব আর।
অসিম লাবণ্যরূপ মহিমা অপার ॥
প্রকাশিলা সুধামুখী কিবা নিজ অঙ্গ।
উথরল রূপ সিন্ধু ছুটল তরঙ্গ ॥
কাঁচা কনক জিনি কান্তি অধিক।
ছটায়ে উজর কৈল কিবা দশদীগ ॥
রূপের অবধি নাই অতুল আনন্দ।
কিরণে উজর গৌর দিনমণি চন্দ ॥

প্রতি লোমে আঁখি সখি বিধি দিত জবে।
মনের সহিতে রূপ দেখিতাম তবে ॥
রামকৃষ্ণ মল্লিক ভাবে রূপের অবধি।
কত অপরাধে আঁখি দুটি দিল বিধি ॥

পদ —১১

নন্দোৎসব

ভাইরে আনন্দ মঙ্গল বাধাই কিবা নন্দালয়।
জসোমতি কোরে কোটি চাঁদের উদয় ॥
দধিরে হলদি দিয়া কেহ বুলে ধাইয়া।
কেহ নাচে কেহ গায় বাহু পসারিয়া ॥
পুষ্প বৃষ্টি হরিসে করএ দেবগণে।
মহুরী দুন্দুভি বাদ্য বাজে ঘনে ঘনে ॥
অমর নাগরি মেলি দেই হুলাহুলি।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর গায় নাচএ অপছবি।
উথবল রসসিন্ধু অমর সভায়।
রামকৃষ্ণ মল্লিক এ রসের বলিহারি ভায় ॥

পদ—১২

বাৎসল্য রস

শুন বিনোদিনি ত্রৈলোক্য মোহিনী
তোমার নিছুনি জাই।
মাতঙ্গ গামিনি সরোজ রয়নি
খঞ্জন নয়নি রাই ॥
লুবধ আমার মন মধুকর
কেবল তোমার ঠাঞিং।
তুমি মোর ধ্যান প্রাণাধিক প্রাণ
ও মুখ দেখিয়া জুড়াই ॥
মোর তিল আধ হয় জুগ শত

খেলিতে আরম্ভ তুমি।
দিবে দিগচয় ইথে তমোময়
ঐ কুন্দুর ঘোর রজনি।
আস কোবে করি মোর গলে ধরি
হৃদয় মন্দিরে মোর।
করিএ চুম্বন আমি না সঘন
নয়নে বয়ানে তোর ॥
একেক বচন নাথ এক হেম সম
নহে গো সুন্দরি।
অসো ধন ধরি ধারুয়া তোমার
বহিলাঙ জনম ভরি ॥
তুমি গুণনিধি ভাগ্যের অবধি
মিলাইল বিধি ইবে।
মোর মনোরথ পুবে অবিরত
সদা সে অসিম ভাগো ॥
জননির বানি সকরুন বানি
আঁখি মুদি পড়ু কোর।
রামকৃষ্ণ মল্লিক এই অনুভব
ইন্দু রহসি ঘুমে ঘোর ॥

পদ—১৩

ভুবন মোহিনি পরাণ নন্দিনী
কি তার পুছসি নাম ॥
জসোয়া জীবন আনন্দ নন্দন
অখিল ভুবনের প্রাণ ॥
এতদিন মেল আমার জনম
সফল করাল্য বিধি।
সপনে যেমন না জানি কখন
মিলব ওমা গুণনিধি ॥

কনদেব মেল কবি আরাধন
সাগরে আছিনু আমি
সেই পুণ্য ফলে মোর এত কালে
তনয়া হৈয় ওমি ॥
যে ছিল আমার মানস মনের
সে কথা কহিব কি ।
আমাসম ইথি নাহি ভাগ্যবতী
জে হেতু ওমি গো ঝি ॥
সুন প্রাণ মুই পুন তোরে কই
সে বর তোমার তরে ।
দিব মাল্য চন্দন করি শুভ দিন
আনন্দ নন্দন বরে ॥
মাএর বচন শুনিয়া রহেন
মুচকী হাসিয়া রাই ।
রামকৃষ্ণ মল্লিক ভাবিতে এ সুখ
সিমা দিতে ইথে নাই ॥

পদ—১৪

বাল্যরস—রাগ 'করুনা'
আস্য গো রাধিকা প্রাণের অধিকা
কোথা গিয়াছিলা ওমি ।
প্রতি ঘরে কত তোমারে অবিরত
খুজিয়া চুলিব আমি ॥
ছিলে এন বেলি কোথা গো দুলালী
কহনা কাহার ঘরে ।
মোরা ইয়াছিল দিবসে আন্ধার
এখুনি তোমার তরে ॥
এধন জীবন ওমি গো পরাণ

নয়ান পুতলি আর।
জত শুভোদয় সব মোর হয়
দেখিলে ও মুখ তোমার ॥
ওই মুখ জদি নিমিখ অবধি
আমি না দেখি এ তোর ॥
তনু তেজি আগে প্রাণ গিয়া থাকে
হৃদয় বিদুরি মোর ॥
স্তন মোর বানি পরাণ নন্দিনি
হের আস্ত করি কোরে।
খায় আসি ওমি হথি খির নবনী
চিনি চাঁপা কলা সরে ॥
এলা জমুনার জল সুশীতল
রাখ্যাছি ঢাকীয়া বসন।
ও চাঁদ বদন প্রফুল্ল প্রসন্ন দেখি
মোন তেঁই ধড়ে বসিছে জিবন ॥
মা এর বচন স্তুনিয়া কহেন
সঘনে স্তুন্দরি রাই।
রামকৃষ্ণ মল্লিক ভাবিতে অধিক
আনন্দের অবধি নাই ॥

পদ-১৫

'রাগ তথা'
হেদে গো খেদলি জননী মা কহিলি
স্তনগো ওমি।
সঙ্গে মেলিয়া খেলিয়া খেলিয়া
গোকুল গেছিনুঁ আমি ॥
তারা তোথাকার কেনা হয় তোর
সরূপে কহিগো তোরে।
নগর দেখিয়া আমারে ধরিয়া

লইয়া গেছিলা ঘরে ॥

ক্ষণে কতবার হাসা হাসি আর

বদন চুম্বএ মোর ।

নানা উপহার কত খায়াইল

সবেতে করিয়া কোর ।

পদ — ১৬

খণ্ডিত পদ

গঞ্জন ঘঞ্জন তোমার লোচন

বদন নিন্দ যে চাঁদের কান্তি ।

বচন কহসি দশন নিকসি

জখন ওমি গো হাসি ।

আনন্দে এমন হারাই তখন

অমৃত সাগরে ভাসি ॥

বেণির সাজনি দেখি এ জখনি

তুলিছে তোমার পিঠে ।

আনন্দ মঙ্গল প্রতি অঙ্গে সকল

উথলি আমার উঠে ॥

আমার হৃদয় ছাড়িয়া কোথায়

আরজ খেলিতে জায় ।

হামু অভাগিনি তোমার জননী

আমার সঁপতি খায় ॥

মা-এর করুণ শুনিয়া বচন

গলাএ ধরিয়া রাই ।

রামকৃষ্ণ মল্লিক (রাই) বাল্য সুখ রাধার

বলিহারি জাই ॥

পদ — ১৭

পূর্বরাগ

মুরুলি বাজায় স্থনি প্রিয় সুধামুখী।
তোমার মুরুলি গীত স্থনি তনু পুলকীত
মুরুলি সিখায় কিছু সিখি ॥
কিবা ও মধুর গান রাগ ভেদ তার মান
তোমা বিনে কেবা জানে আর।
গমক যুবতি তোমাব জিনে মুরুছনা আর
স্থনি তনু প্রাণ ধরে কার ॥
দিবি ভুবি রসাতল ভেদল মুরুলির সর
ত্রিভুবন স্থনি মুরুছিত।
অভেদ দিবস রাতি স্থনিয়া মধুর শ্রুতি
ডুবিয়াছে হের মোর চিত ॥
কিবা সে মধুর ব'শি গগনে মুগধ শশি
স্থকিত তাহারে বিমান।
মৃত তরু কিশলয় পাসান গলিত হয়
জমুনাত ধরএ উজান ॥
শ্রুতি সব ওমি হয় রাগ রূপ অতিশয়
ওলনা দিবারে নাহি তায়।
তোমার সমুখে জত মরুলি এ গাই গীত
তা সব সকলি আমার ॥
নিবেদিএ আমি এই স্বরূপে তোমার ঠাঁই
মরুলিএ ওমি বিশারদ।
রামকৃষ্ণ মল্লিক কয় আনন্দ লহরি বয়
রাধাশ্যামের অসিম প্রমোদ ॥

রাগ 'সুইদেশ'

পদ-১৮

শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ

এক কথা আর জননী আমার
স্ুননা কহিগো তোরে।
অভিনব আর নবিন কিসোর
দেখিলু তাহার ঘরে॥
ঘোসের রমনি পুন তারে আনি
যাইয়া আমার ঠামে।
তার রূপ দেখি জুড়া অল আঁখি
কহনা আমার কেনে॥
ভুবন মোহন সে পিত পিঁধন
শ্রবণে কুণ্ডল দোলে।
জিনি সসধর বদন মণ্ডল
কস্তুরী তিলক ভালে॥
কিঙ্কিনি নুপুর অঙ্গদ কেয়ুর
বলয়া জুগল করে।
হেম মনিময় হার মনোহর
কম্বু কণ্ঠে ঘন ঘন দোলে॥
এক গোপ নারি মোর করে ধরি
বসাইয়া তার পাশে।
বদনে বসন দিয়া ঘনে ঘন
মুচ্যকি মুচকি হাসে॥
ঘোসের নন্দন রূপের নিধান
কি তার কহগো নাম।
কহ মেল মনি আমার জননী
জুড়াইতে চাহে প্রাণ॥

রাধার বচন শুনিয়া সঘন
জননী বদন চাহে।
এখুনি নামে তার গোপ পুরন্দর
রামকৃষ্ণ মল্লিক কহে ॥

(পদ ১৯)

'পূর্ব্বরাগ'

রাগ—'করুণা'

রাধিকা গো তোমার নিছুনি জাই।
ওমি গো আমার প্রেমের অঙ্কুর
ভুবন মোহিনি রাই ॥
অঙ্গ হেলা দিয়া বাহু পসারিয়া
সেহ আসি দেখি কোর।
রসের কলিকা আমার রাধিকা
পরাণ পুতলি মোর ॥
শ্রবণ মঙ্গল ওমি গো আমার
নয়ানের দুটি নয়ানের তার
চাঁদ বদনি মদন মোহিনী
ওমি মোর কলিজার ॥
কিবাও অধর সুরঙ্গ তোমার দশন মকুতা কুমকুম আগর
কস্তুরী কেসর চন্দন রোচনা হের।
অঙ্গের মার্জ্জন বিবিধ বিধান
করিয়া দিয়াছে মোর ॥
হের দেখ আর নয়ানে কাজর
সুরঙ্গ সিন্দুর ভালে।
চম্পক মালতি মল্লিকা সেবতি
এ হার দেখ গো গলে ॥

নাসিকা উপর মোতি মনোহর
দিয়াত কুণ্ডল কানে।
লহু লহু কেন হাসে পুন পুন
চাহিয়া আমার পানে॥
রাধার বচন পিয়ূস সমান
স্থনিঞা জননী হাসে।
রামকৃষ্ণ মল্লিক কহিতে এ স্থখ
ভাসিল রভস রসে॥

—০—

(পদ ২০)

রাগ করুণা

'রূপানু রাগ'

কিবা ও স্থধা মুখির বিচিত্র চুড়া।
লবঙ্গ মালতি আওলি বেড়া॥
তাহার দুদিকে কেতকি সাজে।
ময়ুর চন্দ্রিমা বিরাজে মাঝে॥
অলকা তিলক কুন্তল মাঝে।
স্থরঙ্গ সিন্দুর তহি বিরাজে॥
চন্দন চাঁদের উপর তারা।
ময়ুর চাঁদের তাস মেখলা।
কাজরে উজর জুগল আঁখি।
নিমিখ গঞ্জএ ঘঞ্জন পাখি॥
শ্রবণ যুগলে করূণ স্থর।
রত্তনে রচিত বসন কি ফুল॥
তিনফুল জিনি নাসা মনোহর।
মকুতা রঞ্জিত সোভিছে কেসর॥
দশনে উজর দাড়িম্ব বীজ।

কর্পূর তাম্বুলের সোভিছে পীক ॥
বর্ষা উজর শরদ ইন্দু ।
চিবুকে মৃগমদ শোভিছে বিন্দু ॥
কিবা ও অধর সুপক্ক বিম্ব ।
রতনে রচিত বিচিত্র কম্বু ॥
রামকৃষ্ণ মল্লিক ভাবিতে ধ্যানে ।
ধৈরজ না রহে উথল প্রেমে ॥

পদ—২১

কে পেখব ও রূপ লাবণ্য আর ।
নীল বসনে মুকতা হার ॥
বিচিত্র কাঁচুলি হৃদয়ে শোভে ।
দামিনি ঝাপএ নীল কি মেঘে ॥
কেশরি জিনিয়া সচারু মাঝ ।
(ঘাঘরা) রঞ্জিত কনক মাসা ॥
ঐতুঙ্গে এবলি কিবা মনোহর ॥
সালুর উড়নি শোভিছে সুন্দর ॥
রাম রম্ভা জিনি সুচারু উরু ।
চরণ পঙ্কজে রতন নুপুর ॥
কুমকুম চন্দনের চরচিত অঙ্গ ।
ব্রজরাজ নন্দনের হেলল অঙ্গ ॥
ললিতা সমুখে ধরএ মুকুর ।
নিরখি আঁখি সলিলে স্থুর ॥
মকরন্দে মুগধ লুবধ অলি ।
সৌরভে অবনি চুম্বএ ধুলি ॥
রামকৃষ্ণ মল্লিক হৃদয়ে ভাবে ।
একলা ব্রজ রজে লোটাব কবে ॥

পদ-২১

কিবা ও সুধামুখি চাঁদের শোভা।
কুন্দ আঙুলি কনক চাঁপা ॥
লবঙ্গ বকুল সুবর্ণ যুতি।
কনক কেতকি শোভিছে তথি ॥
ভালে সে তিলক অলকা পাঁতি।
সুরঙ্গ সিন্দুব শোভিছে তথি ॥
কিবা ও কাজর নয়ানে সাজে।
তাহাতে নিমিখ খঞ্জন গঞ্জে ॥
অধর জিনিছে বা বিম্ব।
নিন্দএ দশন মুকুতা ফল ॥
দুলিছে কেশব নাসিকা মুলে।
রতন কুন্তল শ্রবণে দোলে ॥
ত্রিবলি লম্বিত সুচারু মাঝা।
সাসবা রঞ্জিত কিঙ্কিনি ঝাপা ॥
অঙ্গের কিরণ কাঞ্চন জিনি।
রাম বম্ভা জিনি উরু যুগ খানি ॥
চরণ পঙ্কজে নুপুর শোভে।
ভ্রমএ ভ্রমরি মধুর লোভে ॥
কোটি সুধা জিনি নখ কান্তি।
রাম কৃষ্ণ মল্লিকের তোথিএ প্রনতি ॥

পদ—২৩

'দানলীলা'

রাগ—'কামোদ'

আপনা না জানি পরা ওমি হে কানাই।

বেদ বিধি মত যে কিছু উচিত

সেহ সব স্থন মোর ঠাঞি ॥

বৃষভানু নন্দিনি বিজয় শিরোমনি
অখিল ভুবনে জার নাম।
তাহার নিয়ত ইথি বাসনা রাখহ চিত্তে
ইহ তোমার কোপে আন॥
মুণ্ডন করিয়া মাথা যদি আস্ত প্রয়াগে
ত্রি বেনি করিয়া দরসন।
তথাপি কি গুমি দানি অমলিন চন্দ্রাবলির
না পারিবে ছুইতে বসন॥
পুষ্করে করিয়া স্নান পর গুমি চান্দ্রায়ন
জনম অবধি যদি কর।
সাগর সঙ্গমে আর জদি বা কামনা করি
তথাপি রাধাঅঙ্গ পরসিতে নার॥
শুনিয়া বড়ার বানি সকরুনে মহাদানি
কহ এত রাধিকার ঠামে।
তোমা বিনু প্রিয়া মোর কেহ নাহি দেখ আর
বুঝাই তে অখিল ভুবনে॥
স্বরূপে তোমারে কই দান ক্ষেম মই
কৃপাকরি দেহ গুমি মোরে।
রামকৃষ্ণ মল্লিকে কয় চন্দ্রাবলির পরিচয়
করাইলা বড়াই ত ভালে॥

— ০ —

পদ—২৪

নিয়ত না হয় দানি গুমি রাধিকার।
আগুলি চরণের আপন কার
তোমারে কহিএ বারে বার॥
জবে পর্দ রজ দেবে সদাই হৃদয়ে ভাবে
তার সনে তোমার গুলনা।

খদ্যোত্ত মাগএ জেন চাঁদ সনে আলিঙ্গন
ঐ ছন তাহারি বাসনা ॥
হাসিয়া হাসিয়া আস্য কি লাগি রাধার পাশ
দেখিতে দেখিএ বিপরীত ।
সহজ সভাব হীন তাহে নহ পরাধীন
ধরিতে নারিতে পরসীত ॥
তেজিয়া গরিমা পর হয়্যা দিন অকিঞ্চন
জোড় করে ঐখানে রয় ।
তোমারে নিশদি আমি বিজ্ঞ না হয় ওমি
সদত রাধারে রাখ্য ভয় ।
শুনিয়া দাসির বানি পুছ এত মহাদানি
হাসি হাসি বড়াইর ঠাঞি ।
রামকৃষ্ণ মল্লিক কয় সবিশেষ পরিচয়
আগে রাধার কহ গো বড়াই ॥

পদ-২৫

এড়িয়া না জাইয়া গো বড়াই সংগতি আমার ।
কোথায় চাঁদে দেখি হেন পাস্থ রবে মোর ॥
কহিল না শুনে গো বোন কহে দুরাচার ।
অবোধ না মানে কিছু অবোধ গুঁয়ার ॥
কাঁচুলি বসন হার পরসিতে আস্যে ।
মিরবর কর ইহার আছে কোন দেশেতে ॥
অবলারে বল করে দেখ দান ঘাটে ।
পরাজিত করে রাজা কংশাসুর পাটে ॥
বল বুদ্ধি নাহি আস্যে ভরসা সবে ওমি ।
বিশম দানির হাতে ঠেকিয়াছি আমি ॥
রামকৃষ্ণ মল্লিক কয় শুন চাঁদ মুখি ।
অনুকুল হব তোমায় এই তার সাখি ॥

পদ—২৬

রাগ—বরাড়ী

একে সে জমুনা নদী প্রেমে উনমত্তা।
নিরখিয়া নন্দ সুত বৃষ ভানু সুতা॥
দেখ তথি কিবা ধিক রীত।
সৌরভে ভ্রমরা কুল গুঞ্জরে গভীর।
বহত সুগন্ধ কভু লয়্যা মলয় সমীর।
নিরব কল্লোল ভেল স্থকিত সলীল॥
রাই বলেন দেখ দানি এসব পসরা।
সবে করি লেহ লায় জবে জাব মথুরা॥
দধি দুগ্ধ নাড়ু জেবা সাজিয়ে পসার।
রাজা রানি জোগা এ আগে কর পার॥
হাসি হাসি কহেন আসি মোর মহাদানি।
মিরবর কর দেহ রাজার।
নিধনি মোর পানে চায়॥
লেখা করি কর দিয়া লায়॥
রাম কৃষ্ণ মল্লিক কয় সুন মহাদানি।
পার করিবে আগে পিছে লবে গণি॥

অভিসার

রাগ 'সুইদেশ'

পদ— ২৭

রাধার সমর সাজ — দেখিয়া রসিকবাজ
প্রকাশয়ে বড় রস রঙ্গে ।
অভিনব রঙ্গিনি — করএ মদুধ্বনি
রাই রমনি মণি সঙ্গে ॥
আউচ পাখাজ জম্ফ — তম্বুরা মৃদঙ্গে পাঙ্গ
কেহ কেহ মণ্ডলা ধুসরী ।
সপ্তসরা পিনাকিনি — করিলা সে বিণাবেনী
হস্তে মন্দিরা মাংরী ॥
ঢাকিবে ঢুলকী কাটা — ঝাঁঝুরি খনকা পটা
শঙ্খ ঘন্টা কর তালকী !
দুন্দুভি ডিণ্ডিমি ভেরি — রণসিঙ্গা করতালি
রবাব সাঁবিদা বেণু বাঁসি ।
ব্রজনারি স্থির নয় — অসিম আনন্দময়
অতুলন প্রেম রস রাসি ॥
কত কত মনমথ — নিরখই মরূছিত
গগণে মুগধ ভেল সসী ।
নব নিধুবন হেরি — নাচ এত বিদ্যাধরি
গন্ধ বর্ব কিন্নর প্রেমে গায় ।
অমর নাগরি মেলি — শঙ্খ ঘণ্টা হুলাহুলি
প্রেমে গায় পুষ্পবৃষ্টি করএ সদায় ॥
রসসিন্ধু উথরল — প্রতি সঙ্গে দোঁহাকার
দীগ বিদীগ নাহি প্রেমে ।
রামকৃষ্ণ মল্লিক কয় — প্রথম সমর হয়
রাধাশ্যামের নয়নে নয়নে ॥

রাগ 'ধানসি'

সাজলি চন্দ্রাবলি বিজয় শিরোমণি
ভেঠইতে শ্যাম রাজে।
চৌদিগে ব্রজনারি মাঝে নব নাগরি
ভুবন মোহন করি সাজে ॥
অনুপাম নানাজন্ত্র লইয়া জুবতিবৃন্দ
পায়ত কতব আনন্দ।
রাইক প্রেমে উনমত ধরনে না জাএ চিত
অনুপাম হেদে মুখচন্দ্র ॥
রঙ্গবতি হরসিতে আজনি ধরিয়া হাথে
মন্দ মন্দ চলে অনুপান।
শ্বেত রমনি চলিত বিবিধ পতকা কত
মধুবহি লইয়া আগুয়ান ॥
অমুল্য রতনে বিচিত্র ছত্র
বিসাখা সিরে।
শ্বেত চামর অঙ্গে ললিতা বেচয়ে রঙ্গে
পুলকিত হইয়া রবে ॥
মধুর মঙ্গল সবে কোকিলি গাইয়া চলে
শুনলি ভঞ্জরে।
আবেসে অবশ হইয়া নিজপুচ্ছ পসারিয়া
ময়ূরি পেখম মেলি চলে ॥
দেখিয়া রাধার ছবি তিমির হইল
কুসমিত বন।
রাধাশ্যামের সুমিলন দেখিয়া অমরাগণ
পুষ্পবৃষ্টি করল সঘন ॥
দিয়া জয় সখিগণে প্রবেয়িয়া নিধুবনে
নিহারায়ে হার।

রামকৃষ্ণ মল্লিক কয় রসের তরঙ্গ বয়
অসিম আনন্দ সভাকার।

●

পদ ২৯

ভুবন মোহিনী ধনি বিজয় শিরোমনি
সজলি শ্যাম অভিসারে।
যুথেশ্বরী যুথে যুথে আগে পিছে চলন্ত
করইতে ফাগু সমরে॥
কিবা সে রঙ্গিনি বৃন্দ বাজায়ে বিবিধ জন্ত্র
সুললিত মধুর মঙ্গলে।
অতি প্রেমে অতিশয় অসিম আনন্দ ময়
কেহ গায়ে পঞ্চম শরে॥
কিবা সে মঙ্গল ধ্বনি কণক কিঙ্কিনি
রঙ্করাজ রোল।
আনন্দে নাহিখ কার দীগ বিদীগ আর
উথরল প্রেমের হিল্লোল॥
কিবা সে লাবণ্যরূপ অসিম রূপের কুপ
ছটায়ে এ তিমির ভেল ধ্বংশ।
মুখ জিনি শরদিন্দু বচন অমিয়া সিন্ধু
মনজিল লয়ে রাজহংশ॥
রসাবেশে উলসিত তোমন সমরে চিত
রমনি সিরোমনি রাধে।
জয় দিয়া সখিগণ প্রবেশিয়া বৃন্দাবন
বেড়ল রসিক শ্যামচাঁদে॥
বৃন্দাবন শানন্দিত মৃগপাখি পুলকীত
অসিম আনন্দ সভাকার।
রামকৃষ্ণ মল্লিক কয় রসের বাদর হয়
নিধু বনে জয় জয় কার॥

মিলন

পদ—৩০

কি পেঁখব অভিনব নিতি নবকুঞ্জ।
কেবল আনন্দময় ববরস পুঞ্জ॥
বিকশিত নানাফুল সৌরভ মনোহর।
তরুলতা তৃণশোভা পরাগে ধুসর॥
রসের নিধান ধনি এই জমুনার তীর।
প্রেমের অবধি নাই আনন্দ গভীর॥
সারি শুক পিক গায় সুমঙ্গল সবে।
পুচ্ছ ধরি সিখি নাচে ভ্রমরি গুঞ্জরে॥
অসিম আনন্দ শোভা নব নিধু বনে।
রামকৃষ্ণ মল্লিক চিত উথলিছে জেনে॥

— —

পদ -৩১

কি পেখব রে শোভা নিধুবন ময়।
নানারত্ন যুক্ত ওমি মনি মুক্তা ময়॥
প্রবাল পরস হিবা শোভে থরে থর।
ভূবন মোহন কুঞ্জ নিকুঞ্জ ভিতর॥
একে সে কলপতরু মনোরথ দাতা।
নানা পুষ্প বিরাজিত কিশলয় পাতা॥
সুগন্ধি সৌরভে মন্দ বহে সমীরণ।
পরাগে ধূসর সব নব নিধুবণ॥
রত্নময় সিংহাসন মণিমুক্তা সাজে।
রাধাকান্ত পরিরাজ তাহাতে বিরাজে॥
অভিনব রঙ্গিনি রূপে অনুপাম।
কত সে প্রকাশ রসের নিধান॥

কোকিলি সারিকা শুক পঞ্চম গায়।
প্রেমে উনমত নাচে মত্ত শিখি তায়॥
রামকৃষ্ণ মল্লিক প্রেম উথলিছে চিতে।
সলিলে সুবল আখি ধ্যানে নিরখিতে॥



পদ—৩২

৭ম পাঠ মঞ্জরী

প্রেমে উনমত গোপি রঙ্গিনি ঘটাঘোর।
অভেদ দিবস নিশি রসাবেশে ভোর॥
স্থকিত দামিনি যেন শোভে নবঘনে।
শ্যাম গৌর প্রতিবিম্ব অঙ্গে অঙ্গে বুলে॥
অসিম লাবণ্য রূপ অতুলন প্রেম।
মরকত ব্রজরাজ সুধামুখি হেম॥
কুসমিত নিধুবন তাহে সখিবৃন্দ।
দেব চাঁদ রাইমুখ চন্দ॥
কপোত সারিকা শুক পিক কুল তায়।
মধুর মঙ্গল সরে পঞ্চম গায়॥
নাচে যে মউরাগণ সিরে পুচ্ছ রাখি।
অচেতনে পড়ে ভুমে চকোরিয়া পাখি॥
বিমানে মোহিত বিধু স্থকিত গগনে।
পবন না চলে আর নিধুবনে॥
নির যমুনা নদী স্থকিত সলিল।
সুমঙ্গল মধুকর গরজে গম্ভীর॥
রামকৃষ্ণ মল্লিক কয় প্রেমে অপরূপ।
পিরিতি রসের সিন্ধু আরতি রূপ দীপ॥

পদ — ৩৩

কি জানি কেমনি ভাঁতি।
রামকৃষ্ণ মল্লিক অন্তরে যোরূপ জাগয়ে দিবস রাতি ॥
দেখ সখি নিধুবনে অপরূপ রঙ্গ।
শ্যাম গৌর প্রতিবিম্ব দুই অঙ্গে অঙ্গ ॥
অভিনব বৈদগধি রাধা বিনোদিনি।
বিদগদ ব্রজরাজ রসিক শিরোমনি ॥
অসিম লাবণ্যরূপ রসের অবধি।
সুধা মুখি সুধা সিন্ধু শ্যাম গুণ নিধি ॥
সপত্র কদম্ব দাম শ্যাম সনে সাজে।
বৈজয়ন্তি হার রাধার হৃদয়ে বিরাজে ॥
নিরখই সুনাগর রাধা মুখ চন্দ্র।
মোহন মুরুলি গান করত শ্যামচন্দ্র ॥
রামকৃষ্ণ মল্লিক এই অনুভব মনে।
দুঁহে দোঁহার উথরোল রস সিন্ধু প্রেমে ॥

— ০ —

পদ-৩৪

দেখ দেখ সখি দেখিতে কি দেখি
নিভৃত নিকুঞ্জ রঙ্গ।
শ্যাম সুন্দর রসিক নাগর
রমনি সিরোমনি সঙ্গ ॥
প্রফুল্ল পঙ্কজ কিএ দ্বিজ রাজ
উদয় একই সঙ্গ ॥
হেন অনুপাম না দেখি কখন
অতি অদভুত রঙ্গ ॥
স্থকিত তড়িত জলদে শোভিত
কিবা ও রূপের তরঙ্গ।
অঙ্গ রশমই অলশে মোড়ই

হেলল শ্যামের অঙ্গ ॥

আনন্দে কোকিল　　　　হইয়া আকুল

গায়ত সারিকা স্থক ।

প্রফুল্ল কানন　　　　গন্ধ সমীরণ

গঞ্জরে মধুর মধুপ ॥

রঙ্গিনি সমুহ　　　　আনন্দে মুগধ

বাজাএ বিবিধ জন্ত্র ।

ধৈরজ না ধরে　　　　আনন্দ সায়রে

নিরখি সরোজ চন্দ্র ॥

বরজ মণ্ডল　　　　আনন্দে ভবল

সুখের নাহিক ওর ।

রামকৃষ্ণ মল্লিক　　　　লখিতে ও রূপ

বরজ মণ্ডল আনন্দে ভোর ॥

—০—

পদ—৩৫

সখি গো আজু ব্রজে বিধি অনুকুল ।

সবে মোর দুটি আঁখি　　　　দেখিতে কি দেখি

মাধবি লতার ফুল ॥

শ্বেত চামর　　　　মাণিক্য প্রবাল

রজত কাঞ্চনের ঝারা ।

মণি মর কত　　　　যতনে মণ্ডিত

মাধবি লতার তলা ॥

কো দেব এমন　　　　কল্য নিরমান

রতন সিংহাসন খানি ।

ও হার উপর　　　　রসিক নাগর

বামে চন্দ্র বদনি ধনি ॥

বিচিত্র মযুরি　　　　চাঁদোয়া চৌথরী

লম্বিত পাটের খোপা।

কুরঙ্গ নয়ণী কুঞ্জর গামিনী

মদন মোহিনির শোভা॥

প্রফুল্ল কানন গন্ধ সমীরণ

মোহিত নিকুঞ্জ মাঝ।

ভুবন মোহন রাসের নিধান

নাগরি নাগর রাজ॥

নব জলধর নবিন চপল

জিনি শে দোঁহার অঙ্গ।

রামকৃষ্ণ মল্লিক সদাই অনুভব

ওরূপ লাবণ্য তরঙ্গ॥

পদ—৩৬

রাগ 'সুইদেশ'

দেখ সখি নিভৃত নিকুঞ্জ মাঝ।

অভিনব সুন্দর রসিক নাগর

রাই রঙ্গিনি রাজ বিরাজ॥

কুমকুম চন্দন গন্ধে

চিত্ত ললিত সুচারু

চূড়ার উপর বর্হা সুন্দর

কনক কেতকি জাতি।

মনি মরকত তাহাতে বেষ্টিত

প্রবাল মুকুতা পাঁতি॥

রাধিকার আর কি শোভা জাদের

ওলনা নাহিক জার।

ভুবন মোহন কিয়ে অনুপাম

কতনা শোভিছে হার॥

দুহুঁ কলেবর পরাগে ধূসর
কিবা সে শোভিছে খিতি।
সৌরভে লুবধ আনন্দে মুগধ
যে ভ্রমরা পাঁতি ॥
অনিমিখ আঁখি জত ব্রজ সখি
মোহিত মুগধ ভাবে।
রামকৃষ্ণ মল্লিক ভাবিতে সে রূপ
উথলি আঁখি প্রবাহ বহে ॥

পদ—৩৭

কি পেঁলুরে সখি আজু অনুপাম।
মোহন মরুলি করু রাধাশ্যাম গান ॥
মধুর মঙ্গল সবি পঞ্চ পঞ্চম গায়।
বিবিধ বিচিত্র জন্ত্র খঞ্জিনি বাজায় ॥
মল্লিকা মালতি সখি কেতকী কমলা।
এক এক জন্ত্র সবে একে একে লীলা ॥
সুমিত্রা সুভদ্রা সৈব্যা সুলোচনা সখী।
অদ্ভুত পাখাবাজ জম্ফ কেহ যেন ঢুলকী ॥
চিত্রাবতি চিত্রলেখা বিচিত্র কলিকা।
তম্বুরা মৃদঙ্গ কেহ ঝামকা ॥
ভদ্রা পদ্মা মনোরমা সুমুখি।
প্রিয়সখা মধুবতি মধুপ্রিয়া মদন মঞ্জরী ॥
দুন্দুভি ডিডিণ্ডিমি কেহ মন্দিরা ধুসরী।
সুধামুখী সুধাসিন্ধু সখি শকুন্তলা।
মলঙ্গ ঝাঁহুরী ভেরি কেহ সপ্তসরা ॥

পদ—৩৮

সজনি নিধুবনে কি পেঁখলুঁ অপরূপ রঙ্গ।

রশের বাদর ঘোর প্রেমের তরঙ্গ ॥
আনন্দে অবধি নাই রঙ্গিনি রসপুঞ্জ।
রাধাশ্যাম অনুপাম নিভৃত নিকুঞ্জ ॥
কর্পূর তাম্বুল মুখে ললিতা জোগায়।
বিশাখা বেচন করে বিচিত্র পাখায় ॥
শ্যামলাল ধরএ মুঠে মুকুর সমুখে।
কুমকুম চন্দন চারু শৈব্যা দেই সুখে ॥
উনশল মধুরতি রসাবেশে হয়্যা।
বিচিত্র বসন চারু লয়্যা হরি প্রিয়া ॥
মদন মঞ্জরী প্রিয়ো অতি রসানন্দে।
বিবিধ বিচিত্র চারু চন্ত শ্বোম গন্ধে ॥
সেব্যা পদ্মা মনোরমা মনের হরিসে।
বিচিত্র বিবিধ মাল্য দেই রসা বেসে ॥
প্রেমানন্দে উনমত জত ব্রজ নারি।
হেরি হেরি রাধাশ্যাম বলে বলিহারি ॥
রামকৃষ্ণ মল্লিক মনে এই বড় ধন্দ।
উদয় করল ব্রজে কুবলয় চন্দ ॥

— —

পদ ৩৯

হুঁহার সমুখে আসি ললিতা কহেন হাসি
শুন শুন ওহে রাধাশ্যাম।
আজু বড় মনোহর প্রতি কুঞ্জ সুমঙ্গল
কি মোহন সুনি অনুপাম ॥
অভিনব শুনি আব কোলাহল জমুনার
আনন্দ গভীর ঘনে ঘন।
অনুপাম অপরূপ নিভৃত কুটীর সব
প্রফুল্লিত কুসুম কানন।

মনেব বাসনা কই কৃপাময় কৃপানুই
নিবেদন কব অবধান।
বিবিধ ফুলের মালা বচিয়া বিচিত্র দোলা
দুহু। লেয়্যা কবিব পয়ান॥
গোপিগণ করি কান্দে লইয়্যা জায় দুহু চান্দে
মনোবথে কবি আবোহন।
নিরখি নিরখি সব প্রতি কুঞ্জে ফিরাইব
রুবসিতে আনন্দ সদন॥
শ্যামের বয়ান চাই ইসত হাসিয়া রাই
অনুমতি দিল ললিতার।
রামকৃষ্ণ মল্লিক কয় ললিতা আনন্দময়
উনসল নিজে কলেবর॥

— ০ —

পদ-৪০

কি পেখব রে সখি অপরূপ আর।
বিনোদ বরিহা চুড়া বিচিত্র দোঁহার॥
শ্যামচুড়া নিরমান করিলা চন্দ্রামনি।
রাইচুড়া বনায়ল রসিক সিরোমনি॥
জাতি যুতি অমল কি কুন্দ করবীর।
কিবা শোভা অনুপাম কিয়া কেতকীর॥
কেলি কদম্ব শোভে মালতি নাগেশ্বর।
মল্লিকা মাধবি বকুল চুড়া যে থরে থর॥
কদম্ব কোরক সোভা থাকে।
নবিন দাসিনি জেন শোভি নীল মেঘে॥
হেম মুর্তি মরকত মাণিক্য প্ররবাল
নানা রত্ন বিরচিত চুড়া যে দোঁহাকার।
কুমকুম চন্দনি শ্যামের অঙ্গ চরচিত।

রোচলা কিশোরি রাইক অঙ্গ সুললিত ॥
অলস নয়ান ধনি হেলল শ্যাম কোর।
রামকৃষ্ণ মল্লিক চিত রূপ রশে ভোর ॥

পদ ৪১

রাগ 'ধানসি'

সাজল রসিক রাজ নিভৃত নিকুঞ্জ মাঝ
ভেটইতে সুনাগরি রাধে।
মত্ত দ্বিরদবর গতি অতি স্থির
চরণ চালনি শ্যাম চাঁদে ॥
মুধেশ্বরী দ্যুতিক আগে পিছে চলএত
ধাবই ব্রজেন্দ্র নন্দন
আনন্দে নাচিথ ওর রসাবেশে সবে ভোর
প্রেম জলে পুরল নয়ন ॥
কি বাসে বিচিত্র চূড়া মল্লিকা মালতি বেড়া
তদুপরি ময়ূর সিখণ্ডে।
কেতকী দু'দিগে তার আউলি মাধবি হার
সুবলিত বকুল লবঙ্গ ॥
কদম্ব কোরক তথি কনক চম্পক জাতি
শ্বর্ণযুতি কুন্দ নাগেশ্বর।
'পারিজাত কিশলয় সিবিস কুসুম তায়
প্রবাল মুকুতা থরে থর ॥
ওলনা কো দিব আর অগোচর বিধাতার
বিনোদিয়া বিচিত্র চূড়াব।
মদন মোহন সাজ করল বরজ রাজ
রাধামনে মোহন কার।
অসীম লাবণ্য রূপ কেবল রসের কুপ

মোহিত মনমথ লাজে।
গগনে সবে মেলি দেহ সব হুলাহুলি
উথরল প্রেমসিন্ধু ভজে॥
নিকুঞ্জ সমীপে আসি অধরে পুরল বাঁশি
বৃন্দাবন ভেল প্রফুল্লিত।
মন্দ মলয় বহে মধুকরি মধু লোভে
সুগন্ধি শৌরবে আমোদিল॥
কোকিলি মধুব সরে সুমঙ্গল শ্রুতি ধরে
শপুচ্ছে নাচয়ে মউরি।
রামকৃষ্ণ মল্লিক গায় মিলিলা রসিক রায়
নিকুঞ্জে রমনি শিরোমণি॥

পদ ৪২

ব্রজনারি স্থির নয় অসিম আনন্দময়
অওলন প্রেমরস রাসি।
কতকত মনমথ নিরখই মুরুছিত
গগণে মুগধ ভেল সসি॥
নব নিধুবন হেরি নাচএত বিদ্যাধরি
গন্ধর্ব্ব কিন্নর প্রেমে গায়।
অমর নাগরি মেলি শঙ্খ ঘন্টা হুলাহুলি
পুষ্প বৃষ্টি করএ সদায়॥
রসসিন্ধু উত রিল প্রতি অঙ্গে দোঁহাকার
দিগ বিদীগ নাহি প্রেমে।
রামকৃষ্ণ মল্লিক কয় প্রথম সময় হয়
রাধাশ্যামের নয়নে নয়ানে॥



পদ — ৭৩

দেখ সখি আজু নিকুঞ্জ মাঝ।

আরতি রসের কিবা ও দুহুঁ বি
নাগরি নাগর রাজ ॥

সুন্দরি রাধা রসের কণিকা
শ্যামের বয়ান চায়।

ঈসৎ হাসিয়া অঙ্গ হেলিয়া
পড়িছেন শ্যামের গায় ॥

অঙ্গের পরশে নাগর অবস
ধৈরজ ধরিতে নারে।

শ্যাম সঞ্জি বনি মদন মোহিনি
আকুলা প্রেমের ভরে ॥

খসলি করবি ববিহা পুরলি
কাঁচলি বসন হার।

রসের লহরি বহয়ে দুঁহারি
আনন্দ সুধার ধার ॥

দুঁহে সে দুঁহার রসের সাগর
দেখ সখি অনুপাম।

জাহু বয়ে আঁখি দেখিতে কি দেখি
ভাসল রাধাশ্যাম ॥

রূপের নিধান দেখিয়া মদন
পুরুছি পড়য়ে ভোর।

রামকৃষ্ণ মল্লিক সদাই আকুল
না পাইয়া রসের ওর ॥



পদ — ৪৭

রাগ 'ভূপালি বিলাস'

ভুবন মোহিনি রাই জাগ চন্দ্রাবলি।
পুরবে প্রকাশ দেখি প্রভাত জামিনি॥
বরজে মধুর ধ্বনি শুমঙ্গল শুনি।
অলসে না জায় ঘুম শ্যাম প্রাণ ধনি।
সিখিনি পেখান নাচে জানিঞা বিহান
শুমধুর মধুকরি করয়েত গান॥
উঠিয়া বৈসহ আগে দেখি মুখসসি।
আরতি বিদায় য়ামি মাগিয়ে তরাসি॥
শ্যামের বচন শুনি রস বিলাসিনি।
কহত করুন সর সকরূণ বানি॥
রামকৃষ্ণ মল্লিক আঁর তি সহায়ে না পারে।
দুঁহে দুহোঁর করে ধরি বদন নেহারি॥

— ০ —

পদ — ৪৫

কি পেখর রে শোভা নিধুবন ময়।
নানা রত্নে যুক্ত ওমি মণি মুক্তা ময়॥
প্রবাল পরস হিরা শোভে থরে থর।
ভুবন মোহন কুঞ্জ নিকুঞ্জ ভিতর॥
একে সে কলপ তরু মনোরথ দাতা।
নানাপুষ্প বিরাজিত কিশলয় পাতা॥
শুগন্ধি সৌরভ মন্দ বহে সমীরণ।
পরাগে ধুসর সব নব নিধুবন॥
রত্নময় সিংহাসনে মণি মুক্তা সাজে।
রাধাকান্ত তদুপরি রোজ বিরাজে॥
অভিনব রঙ্গিনি রূপে অনুপাম।

কত প্রেম প্রকাশ রসের নিধান ॥
কোকিলি সারিকা শুক পঞ্চম গায় ।
প্রেমে উনমত নাচে মত্ত সিখিতায় ॥
রামকৃষ্ণ মল্লিক প্রেম উথলিছে চিতে ।
সলিলে পুরল আঁখি ধ্যানে নিরখিতে ॥

—^—

পদ— ৪৬

রাগ 'ধানসি'

সাজল রাধিকা শ্যাম ত্রিভুবন অনুপাম
হেরইতে জমুনা নিকুঞ্জ ।
জুথেঁ কত সত আগে পিছে চলএত
অভিনব সুনাগরি পুঞ্জ ॥
নিরমাণ করিএ আনি পতাকা ছত্র
হরিসে ধরএ কেহ ছত্র সিরে ।
আবেসে অবস হৈয়া সেত চামর লয়্যা
বেচন যে করিয়া কেহ ।
দগড়ি ডিন্তিমি ঢোল জগ জম্প করতাল
হরিসে বাজায় ব্রজনারি ।
সঙ্খ ঘন্টা কেহ নিল থমকা মহুরী আর
রণসিঙ্গা কেহ বেণু ভেরী ॥
ডুলকী হুডি জম্ফ ঝাঁঝরি মৃদঙ্গো পাঙ্গা
জগ ঝম্প ধুসরী মন্দিরা ।
সারিদা রবার কাঁসী আউর পাখাজ বাসি
বীণা বেনি কেহো সপ্তস্বরা ।
কেহো কেহো জয়ধ্বনি কেহো পবি বাদিনি
পিনাকিনি কেহো করিলাস ।

বিবিধ বিচিত্র জন্ত্র বাজাইয়া নাগরিবৃন্দ
রসাবেসে জায় চারূপাস ॥
আনন্দে অবধি নাই দেখিরূপ একুটাই
লতাতরু আসি মৃগ পাখি।
রামকৃষ্ণ মল্লিক ভনে আনন্দের সিমা মনে
করএত জত ব্রজসখি ॥



পদ—৪৭

রাগ—কেদার

দেখ সখি আজু নিকুঞ্জ মাঝ।
রাই রঙ্গিনি নবিন দামিনি
নাগর নবঘন শ্যাম ॥
দুহুঁ অঙ্গে শোভে প্রতিবিম্ব
না জানি কিরূপ রঙ্গ।
কি হেরব আর সব স্যাম গৌর
কেন হেন দেখি অঙ্গ ॥
রাধাকৃষ্ণে আর কিবা স্যাম গৌর
নিরখিতে নাহি আঁখি।
অঙ্গের কিরণ নহে নিরূপন
বিধির অবধি সখি ॥
আজু নিধু বনে স্যাম গৌর বিনে
নাহিকার নিজ অঙ্গ।
বিধি দিত সখি জদি লাখ আঁখি
তবে সে দেখিতাম রঙ্গ ॥

পদ - ৪৮

রাগ 'সুইদেশ

হেরে দেখ রাধাশ্যাম নাগরি সমাজ।
দুহুঁ মুখ বিরাজিত জিনি দ্বিজরাজ॥
দুহু অঙ্গে প্রতি বিম্বু শোভে মনোহর।
কনক চম্পক শ্যাম রাই জলধর॥
চাতক কপোত আদি চকোরি চকোর।
আবেশে অবশ চিত্ত হইয়া বিভোর॥
দুহুঁরূপ হেরি নাচে মউরি মউর।
সারি শুক পিক গায় মধুপ মধুর॥
রামকৃষ্ণ মল্লিক সঘনে ভাবই।
রাধাশ্যাম দুহুঁরূপ ধবলি হারি জাই॥

— ০ —

পদ — ৪৯

রাগ — 'বসন্ত

নব নিধুবনের কিসোরি কিসোর।
নবিন দামিনি জেন নবঘনে কোর॥
নব নব সু নাগরি কেট চারিদিগে।
নব রসে উনমত নব অনুরাগে॥
সভ রিতু শখী সনে সময় বসন্ত।
বিকসিত নানাফুল বহত সুগন্ধ॥
নবলতা নবতরু শোভে অতিসয়।
নবিন মঞ্জুরি কেহ নব কিশলয়॥
নবিন নাগরিগণ নব রস গান।
হেরি হেরি বিনদিনি নব ঘনশ্যাম॥
নবিন মউরিগণ নব পুচ্ছ ধরি।
হেরি হেরি নব নব ঘন নাচে ফিরিফিরি॥

গায়ত শুকসারি নবীন কোকিল।
শুন বি মধুকর গরজে গম্ভীর ॥
রামকৃষ্ণ মল্লিক ইহ রস গানে।
আনন্দে অবধি নাঞি নব নিধুবনে

পদ—৫০

সখিগণ কর্ত্তৃক পুষ্প দোলা নিরমান

রাগ—'সুইদেশ'

সখিগণ পুষ্প দোলা করে নিরমান
বিবিধ সুগন্ধি ফুল আনিয়া সে মনোহর
রচনা রচএ অনুপাম ॥
জাতি জুতি নাগেশ্বর কৃষ্ণকেলি করবির
শিরীস পুষ্পক শেফালিকা।
নিমনি মালতি কুন্দ কস্তুরি সেবতিবৃন্দ
মাঝে মাঝে লবঙ্গ মল্লিকা ॥
পদ্ম কুমুদ কিয়া স্বর্ণঘুতি মাধবিকা
কদম্ব মল্লিকা শতদল।
পারিজাত বাসকণা আউর কুটজ দনা
পাটুলী পলাস উতপল ॥
ঐসথি ওলসী দিবা বেলাল পাটের শোভা
করবির কেতকী কাঞ্চন
করি দোলা অনুপাম বসাইয়া রাধাশ্যাম
চলিলত নেয়া সখিবৃন্দ।
রামকৃষ্ণ মল্লিক কয় কেবল আনন্দ ময়
উনসল গোপি প্রেমানন্দ ॥

পদ—৫১

আত্ম 'নিবেদন'

ওহে শ্যাম ওমি জানি কৃপার নিধান।
ব্রজ সিমন্থিনি গনে   এত না আঘতি কেনে
কহ নাহে প্রাণাধিক প্রাণ॥
জপ তপ পুজা ধ্যান   গৃহ ক্রিয়া যজ্ঞ দান
সব কিছু চরণ হেরি
লাজ ভয় জাতি কিবা   কুলসিল কির্ত্তি ক্রিয়া
উলঘিলাঙ দিয়া তিলাঞ্জলি॥
সদাই হ্নিদয়ানন্দ   রাতুল পদার বৃন্দ
অভিলাস এই গোপিকার।
অনাথিনি গোপিগণে   নিকরুন হয় কেনে
ওমি নাহে সমরণ মঙ্গল।
ওমি নাথ কৃপানিধি   আমা সভার জন্মাবধি
রসনিধি রসিক নাগর॥
সকরুন সবিনয়   স্থুনিয়া করুনাময়
কর জোড়ে কহ তঁহি আগে।
কত আছে আমা প্রতি   তোমা সভাকার মতি
বুঝিলাঙ স্থন প্রিয়া সবে॥
বিকায়্যাছি রাতিদিনে   তোমা সবাকার প্রেমে
আমি সবে তোমা সভার রিণি।
রামকৃষ্ণ মল্লিক কয়   অতিশয়
শ্যামচাঁদে বেঢ়ল রঙ্গিনি॥

পদ—৫২

'বসন্তরাগ' – হোলি খেলা

হোরি খেলত রসিক রাজ।

অপরূপ মনোহর খেলত চাঁচর
রমনি বৃন্দ সমাঝ ॥
চৌদিগে রঙ্গিনি করএ মঙ্গল ধনি
কেহু কেহু প্রেম পরকাস ।
শ্যাম করে কেহু ধরি কর তঁহি ফাগু কেলি
রসা বেশে হাস পরিহাস ॥
ভার ভরি ব্রজনারি বেসন বেশকরি
হেরি হেরি শ্যামরু বায় ।
গদগদ ভার ভরে প্রেম জলে আঁখি ঝুরে
রস ভরে চাঁচর গায় ॥
সভাকার কলেবর ফাগু ধুলে ধূসর
ঢলিত অঙ্গ পরাগে ।
রসসিন্ধু উতরল অতি প্রেমে গোপিকার
গায়ত রাগে বিরাগে ॥
ঢুলকি দুন্দভি জম্ফ ধুসরী মৃদঙ্গ পোঙ্গ
আনন্দে জশোয়এ ওর ।
বিনা বেণু বাস্থে চারু কেঁহ বা ধানসী মারু
প্রেমরসে রসিকিনি ভোর ॥
অসিম আরতি কুঞ্জে ফিরতর মণি পূঞ্জে
বিবিধ বিচিত্র কেলি মনোহর ।
রামকৃষ্ণ মল্লিক মনে প্রেম রসের দিয়া মনে
অতি রসে অতিশয় ভোর ।

পদ—৫৩

'রাস নৃত্য'

দেখ সখি নাচত রসিক রাজ ।
রাই রঙ্গিনি বিজয় শিরোমনি

রমান বৃন্দ সমাঝ ॥

ইসত ইসত সুচারু নাচত
মোহন মুরুলি গান।
কিবা ও দুখানি চরণ চালনি
ভাঁতি ভাঁতি গতিম ঠাম ॥
মনি মরকত চূড়ায়ে রচিত
বিবিধ বিচিত্র ছাঁদ।
তাহার উপর শোভে মনোহর
উড়িছে মউর চাঁদ ॥
রাই মুখ হেরি নাচত ফিরি ফিরি
চৌদিগে রঙ্গিনি বৃন্দ।
ভাবে মুগধ বাটলি জতেক
বাজায়ে বিবিধ জন্ত্র ॥
মূর্ত্তি মনোহর নাসিকা উপর
শ্রবণে কুণ্ডল দোল।
কনক চম্পক কদম্ব কোরক
উরহি হার হিলোল ॥
ইন্দু বদনি কুরঙ্গ নয়নি
হাসত মধুর মন্দ।
ইসত ললিত পবন বহত
বিবিধ বিচিত্র জন্ত্র ॥
মুরজ পাখবাজ খামকা আজু
বাজএ চারু ঢুলকী জম্প।
পীত বসন দুলিছে সঘন
বয়ানে ললিত সাম।
বলয়া অঙ্গদ নাচে অদভুত
কটিতে কিঙ্কিনি দাম ॥
লাবণ্য ও রূপ কিয়ে রসকুপ
বিধি অগোচর ভাঁতি।
রামকৃষ্ণ মল্লিক ভাবইতে প্রেমের
উথল প্রেমের বাতি ॥

গান

পদ—৫৪

প্রাণ বধুঁ তোমারে কি বলিব আমি।
জারে কর আপনার আখ্যে আখ্যে থাক্য তার
নয়ানে নয়ন দুখান দিয়া ওমি।
তুমি নন্দ জশোদার হই তার
কুলধর্ম্ম রাখিতে সভার।
জানিলাঙ হবে দড় গোপকুলের ভাগ্য বড়
তনয়া না হল্য পুণ্য বলে।
কোটি কুলের ভাগ্য জার ওমি পুত্র হয় তাব
খ্যাতি রাখিলে মহিতলে॥
তোমার হৃদয় খানি দারু পাসান জিনি
দ্রবিলে না দ্রবে একতিলে।
এ শুভ রজনি রঙ্গে আছিলে যাহার সঙ্গে
তার যেন থাকে কুলশীল॥
এতদিমে ওমি শ্যাম ডুবাল্যে গোপের নাম
ওরিতে সিধার নিজ ঘরে।
সরমে ভরমে মনে তোড় দিলে এত দিনে
কাঁটা দিয়া নিজের দুয়ারে॥
রমনি সমাঝে যবে জমুনা সিনাব বিনে
ওমি বধুঁ না আসিয় আর।
রামকৃষ্ণ মল্লিক রায় এত কি বিরস ময়
রশের পরাণখানি জার॥

পদ ৫৫

হেদে হে প্রাণের বঁধু আমার সপতি ওমি লেহ
আরতি বিদায় জদি আর ওমি মাগ॥

অসিম আরতি তোমার পিরিতি অপার।
প্রাণের অধিক প্রাণ ওমি হে আমার॥
বিধি মোরে নিদারুন শুন প্রাণনাথ।
তেঞ্চি হে পোহাল্য নিশি হল্য পরভাত॥
সপনি হরুলি জদি কোকিলের রব।
চমকিয়া পড়ি আমি বিসরিয়া সব॥
হুহুঁকার দোঁহে ধরি বয়ান নেহারি।
কাঁপায়ল জৈছে রতন পসারি॥
রামকৃষ্ণ মল্লিক চিত আনন্দিত ভেল।
কুবলয় চাঁদ উদয় বহি গেল॥

পদ — ৫৬

রাগ—'বিভাস'

ওমি মোরে না বাসিয় ভীন।
রভসে বিরস বানি না বলিয় চন্দ্রাবলি
আমি তোমার প্রেমের অধীন॥
মিনতি করিয়া সই আমি আর কার নাই
আমি তোমার তোমার বিনোদিনি।
অসোধন ওয়াধার স্নুনিতে নারিলাঙ আর
রহিলাঙ হয়্যা তোমার রিনি॥
সরূপ কহিয়ে রাই বিকাইলাঙ ওয়া ঠাঁই
শুননা গো প্রিয় সুধামুখি।
সপনে না জানিয়াশ প্রাণাধিক ওমি প্রাণ
লুবধ চকোর দুটি আঁখি॥
ও মুখ পঙ্কজ তোর মন মই কর মোর
না বলিয় বিরস বচন।

অসিম করুণামই নিবেদিয়ে ওয়া ঠাঞি
অভিনব জৌবনি নারি।
রামকৃষ্ণ মল্লিক কয় অতি প্রেমে অতি সয়
বিরস সহিতে না পারি ॥

পদ—৫৭

ললিতা বলেন রাই ক্ষেম অপরাধ।
হেরিয়া কহে বসিকেন ব্রজ চাঁদ ॥
আবতি পিরিতি পহুঁরে অসিম তোমায়।
প্রাণাধিক প্রাণা তোমার এই শ্যাম রায় ॥
ওয়া অনুগত বর রসিক সুজান
চন্দ্র বদনি রাই কর সুধা দান ॥
রভসে বির সাধক না বলিয় শ্যাম।
ব্রজরাজ বল্লভ ধনিঞাছ প্রেম ॥
আপনার প্রাণনাথ নেহারি আপনি।
সদয় করূণা মই রস বিনোদিনি ॥
আপনার বোলশুনি শ্যাম সঞিু বনি।
কহত করুণাস্বরে গছগছ বাণি ॥
রামকৃষ্ণ মল্লিকের পুরল অভিলাস।
কেবল খণ্ডিতা রস রভয়ে প্রকাশ ॥

পদ ৫৮

কোটি কুলের ভাগ্য জার ওমি পুত্র হয় তার
খ্যাতি রাখিলে মহিতলে।
তোমার হৃদয় খানি দারু পাষান জিনি
দ্রবিলে না দ্রবে এক তিলে ॥

এ শুভ রজনি রঙ্গে আছিলে জাহার সঙ্গে
তার যেন থাকে কুল সীল ॥
এতদিনে ওমি শ্যাম ডুবালে গোপের নাম
ওরিতে সিধাব নিজ ঘরে।
সরমে ভবমে মনে তোড় দিলে এতদিনে
কাটা দিয়া নিজের দুয়ারে ॥
রমনি সমাঝে যবে জমুনা সিনান বিনে
ওমি বধুঁ না আসিয় আর।
রামকৃষ্ণ মল্লিক কয় এত কি বিরস সয়
রসের পরান খানি জার ॥

পদ ৫৯

দেখ সখি আগয়ান রাই কলাবি।
রাই চরণ ঘন নেহারই পুন পুন
নিরূপন করএ না পারি ॥
দেখি আগুলিয়া পায় আলতার পানে চায়
ভাবইতে বিস্ময় চিত।
নেহারই প্রাণ পণে অনিমিখ নয়ণে
সচকিতে সঘন চকিত ॥
ধরি পদ পঙ্কজে নিরখি চরণ রঞ্জে
উনমত ভই ভেল নারি।
মনের বাসনাজত সেই সব বিস্মিত
নয়নে করএ অনিবারি ॥
রাতুল পদতল জিনি দাড়িম ফুল
সু কোমল নবনিক ধীক।
অনুভব করি মনে দিয়া পাছে দিএ ভ্রমে
করে বহু জাবক পীক ॥

ব্রহ্মা আদি দেবতায়   ধ্যানে জারে নাহি পায়
সো পদ পরসায়ে জে।
রামকৃষ্ণ মল্লিক মনে   গদ গদ হয়্যা প্রেমে
চিত্রাপিত ভই রহে সে॥

পদ-৬০

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ   রাগ—'বিভাস'

বধুঁকা নাই তোমার ওলনা সবে ওমি।
আমরা অবলা জাতি   সরল হৃদয় অতি
অপঞ্চ চাতুরি নাহি জানি॥
সহজে সভাব শঠ   অন্তরেতে কালকুট
শত্যের না জান এক লেশ।
খলের অধীন হয়   কথা যে অমৃত ময়
মিথ্যার বটই এক শেষ॥
বনমালা বনফুলে   বনাইয়া পর গলে
বাঁধ চুড়া মালতির মালে।
তদুপরি দেহ সিখি   আশে পাশে কেতকী
অমল কি গুলাপ বকুলে॥
দেখিতে ওরূপ ভাল   কেবল বাহির কাল
গোপ রমনি চিত চোর।
নিজ গুণগ্রাম মণি   জানাইলে এতদিনে
নিদারুণ নন্দ কিশোর॥
ওমি   যে   পুণ্যবান বড় সে
কহিতে শ্রবনে কিছু আর।
রামকৃষ্ণ মল্লিক কয়   তোমার উচিত নয়
প্রাণনাথ কেবল তোমার॥



পদ—৬১

"বিরহ"

পাঠ মঞ্জুরী

কোথা গেল প্রাণনাথ শ্রবণ মঙ্গল।
ধরণি লোটাইয়া কাঁদে গোপিকা সকল॥
কেশ ।
ডাকিয়া কেহ তরুণ তমালে॥
তোমারা ওলসি দলা এ পথে দেখিলে।
বিমান বরিহা চুড়া বনমালা গলে॥
কস্তুরী তিলক ভাল পঙ্কজ নয়ান।
গজমোতি শোভে অনুপাম॥
কৌস্তুভ মণি উরে শোভে তার।
শ্রবণে কুণ্ডল দোলে বিজুরি সঞ্চার॥
পিতবাস পরিহল কিঙ্কিনি কটিতে।
তরুলতা করুবক দেখিলে এ পথে॥
চরণে নূপুর তার হইতে।
কহিতে না চলে শ্রবণ ॥
গোপির করুণাশুনি রসিক ভুষণ।
রাধা বাসি পুরল সন্ধান॥
চকিত গোপিকাগণ রে কানন।
ই ভঙ্গ মুরুলী ধর দিলা দরসন॥
রামকৃষ্ণ মল্লিক কহে অনুভব সবে।
মনোরথ দাতা পহুঁ সবে গোপিকার॥

পদ ৬২

কপালে আছেন মোর বিধির লিখন।
নিকুঞ্জে হারাব বলি শ্যাম জীবন॥

সনাথিনি হয়্যা ছিনু নিকুঞ্জ কাননে।
অনাথিনি করি নাথ গেলা এত দিনে॥
শ্যামধন হারাইনু হৃদয় মন্দিরে।
কোথা গেলে পাব কহ মাধবি বকুলে॥
জাতি যুতি অমল কি লবঙ্গ পারিজাত।
তোমরা কি দেখিয়াছ মোর প্রাণনাথ॥
কদম্ব কিশোর সুন সুন হে চম্পকে।
মনোরথ দাতা পহুঁ ছাড়ি গিয়া মোকে॥
শিরিশ কাঞ্চন মোরে দেহ উপদেশ।
মালতি মল্লিকা মোর জীবন ভেল শেশ॥
হৃদয় বিহুরি প্রাণ জাহ ওহে গোপিকার।
বঞ্চিব আর নিকুঞ্জ মাঝারে॥
নিমিখ অবধি জদি না দেখি শ্যাম রায়।
ভাবিতে গুণিতে মোর কোটি যুগ জায়॥
কাঁদিয়া আকুল গোপি ভ্রমএ কাননে।
রামকৃষ্ণ মল্লিকের পহুঁ সঘনে॥



পদ—৬৩।

অহে প্রাণনাথ অব মুই কি করিব আর।
হাটিতে না পারি কুঞ্জ নিকুঞ্জ মাঝার॥
মনোরথ দাতা তুমি সুন শিরোমনি।
ভ্রমিতে জুড়ায় আমার চরণ দুখানি॥
এ বোল সুনিয়া শ্যাম কহেন জোড় হাতে।
তোমা বিনা হৃয়া মোর নাহি ত্রি জগতে॥
সুধামুখি সুধাসিন্ধু রসবতি রাই।
আরোহন কর তুমি নিকুঞ্জ দেখাই॥
রসভরে রসি কিনি প্রেম উলসিতে।

সরসিতে অঙ্গ শ্যামের হল্যা অলক্ষিতে ॥
সচকিতে বিনোদিনি চৌদিগে নেহারল ।
আমা রাখি তাহা কোন কুঞ্জে গেল ॥
বাহু তুলি কাঁদি বুলেন সকরুন সরে ।
শ্যামধন হেরাইলাঙ হিদয় মন্দিরে ॥
রামকৃষ্ণ মল্লিকের পহুঁ নিকুঞ্জ নিবাসি ।
বিধি হয়্যা গোপিকার প্রেম পরিহাসি ॥

পদ — ৬৩

দেখ সখি আগুআন নায়িকা নারি ।
রাইচরণ ঘন নেহারই পুনপুন ॥
নিরূপণ করয়ে না পারি ।
ইবে ভেল বধ ভাগি হৈলে গোপিকার ॥
নিকরুণ হল্যো কেন প্রাণনাথ আর ।
ওয়া পদরজ আসে দিনু তনু মন ॥
দিবস রজনি কিবা সয়ন ভোজন ।
দেখিতে বিরিহা ধন জমুনার তীর ॥
ভেদএ দারুণ শেল না হএ বাহির ।
কোথা আছ প্রাণনাথ গোপ গোপীশ্বর ।
শ্রবণ নয়ন গোপির বাবন সকল ।
কোকিল কপোত তোমার সারিকা ময়ুর ।
সারিএ মধুপ মধুর ॥
মোহন মধুর বংশী না স্তুনিএ গান ।
কি লাগি আছএ হিদে এ পাপ পরান ॥
আধিয়ার দেখি সব দেখিতে বরজ ।
রামকৃষ্ণ মল্লিক ইথে না ধরে ধৈরজ ॥

—০—

পদ – ৬৫

ত্রৈলোক্য ওমি গো ধন্যা স্থন বস্থমতি।
ওমি সে পায়্যাছ শ্যামেব ॥
ধবজ বজ্র দশ চক্র ছত্র পদ্ম জবে।
আনি ধনি করইছ সবে ॥
ভাগ্যবতি ওমি অতি মনোবথ দাতা।
ব্রজবাজ বল্লভ কহ আছেন কোথা ॥
অনাথিনি অভাগিনি গোপ সিমন্তিনি।
এই কুঞ্জে হারাইয়াছি রসিক সিরোমণি ॥
নিরব হইলা কেন কহ বস্থমতি।
কি ছিল কি হল্য আমার কে নিল প্রাণপতি।
রামকৃষ্ণ মল্লিক মনে অনুভব সাব ॥
কেবল আনন্দ নিত্য পহুঁ গোপিকার ॥

পদ – ৬৬

মাথুর বিরহ

হরি হরি কি করিব আমি।
নিকুঞ্জ মাঝারে আর ত্রিভঙ্গ মুকলি ধর
র কী করব অনাথিনি ॥
মনের বাসনা জত সব হল্য বিপরিত
অভিলাস সব গত দুরে।
সপনে কি জানি কভু মনোরথ দাতা পহুঁ
পরিহরি জাব গোপীকুলে ॥
আবে বি পুক সরজে পড়ি নিদারুণ বাজে

অভাগিনি গোপিকার নাথে।

মথুরা বিচিত্র কার হৈলি আনন্দিত

গোকুলে পড়িয়া আ রথে ॥

কুলসিল জাতি ধর্ম সবকল্য সমর্পণ

ও পদ পঙ্কজ অভিলাসে।

রিনি হয়্যা গোপিকার স্নধিলে মথুরা ধরে

গোপকুল করিয়া বিলাস ॥

কি জানি হৃদয়ে আর অভাগিনি গোপীকার

নিদারুন পরান।

রামকৃষ্ণ মল্লিক কয় এত কি বিচ্ছেদ সয়

কার কিছু আছে ॥

পদ — ৬৭

রাগ—'মঞ্জুরী

কি ছিল কি ছিল আমার কি হল্য গোকুল।

বিরহ আননে হের স্নভে মোর অন্তর

কি করিল অধম অক্রুর ॥

না দেখিয়া শ্যামরায় তিলে কোটি যুগ জায়

হেন পহুঁ নিল হরিয়া।

করিয়া অবসর আনে দিব শ্যামধন

পরিনামে যেন পাই প্রিয়া ॥

কি বাসে লাবণ্য রূপ অসিম রসের কুপ

ভাবিতে কি তনু প্রাণ ধরে।

কেবা আছে প্রিয়তমে জাইয়া মাথুর ভ্রমে

বিবরিয়া কহত্ম তাহারে ॥

কোথা সে নিকুঞ্জ বন কোথা সে রমনিগণ

আর কোথা মুরুলী গান।

অলিকুল আনন্দিতে   নানা পুষ্প শুবাসিতে
মকরন্দ না করব গান ॥
কপোত সারিকা শুক   প্রতি কুঞ্জে না হেরল
না শুনব সুমঙ্গল ধ্বনি।
রামকৃষ্ণ মল্লিক কয়   নিকুঞ্জ বনে
ওরিতে মিলব তব গুণমণি ॥

পদ—৬৮

রাগ—'সুইদেশ'

ওহে মাধব কি কহব ব্রজপুর বাত।
এ শুভ সম্পদ   সব কিছু ব্রজ চাঁদ
আয়ত তুয়া সাথে সাথ।
গোপ রমনি যত   অবিরত রোয়ত
গায়ত তুয়া গুণনাম।
খিনতর দেহ অতি   মলন বসন কাঁতি
অবনি লুঠত অবিরাম।
গোপীকার নাহি আর   দীগ বিদীগ কার
দিবস রজনি নাহি ভেদ।
অবিরল ঝরে আঁখি   সদাই অবনি মুখি
ধবলি করএ নখে নাথ ছেদ ॥
জত গোপ সখা গণ   মহুঁ মহু ফুল ফল

বৎস গাবি কুরঙ্গিনি   আছে কিনা আছে প্রাণি
অবনি পড়িয়া প্রেমে গাও।
সপুচ্ছে মউরা গণ   ভ্রমে পড়ি অচেতন
পিক অলি কপোত চাতক ॥
তোমার বিরহে আর   না ধরে তনু কার

নিরব দেখিলাঙ সেহ সব।

প্রবল জমুনা সবে নেত্র জলে দেখি ইবে

আর সভার হুতাশে নিশ্বাস।

রামকৃষ্ণ মল্লিক কয় গোকুল তিমির ময়

কো করব নাথ পরকাস ॥

— o —

পদ—৬৯

ওহে গোপিনাথ কি কহব তোহাঁরি সুনেহা।

গোপিকার সেহ সব অসিম লাবণ্যরূপ

কালিয় কাঞ্চন রেহা ॥

জে জায় মাথুর ইথি জাইতে দেখেন পথি

সকরুনে বাহুতুলি ধায়।

পুরইতে ওয়া নাম কভু অবরোধল

হেরইতে পটি পড়ু পায় ॥

কেশ করবি ভার কেহনা সম্বরে আর

অবিরল ঝরএ নয়ন

গোপিকারে দেখিয়তি পথিক ছাড় পথি

বিপথে করএ আগমন ॥

জত গোপ সিমন্থিনি নব অনুরাগিনি

চায়।

গোপির হৃদয়ানন্দ তবে সে ব্রজচন্দ্র

অব কি কহিবে কহায় ॥

উদ্ধবের মুখে শুনি ব্রজপুর কাহিনী

গদ গদ মাথুর নাথ।

রামকৃষ্ণ মল্লিক কয় ভাবিলে ম ক্রোধ হয়

ব্রজপুর সদাই সনাথ ॥

পদ — ৭০

আস্য আস্য উর্দ্ধব প্রাণাধিক প্রাণ।
গোকুলের কহ সুনি মঙ্গল কল্যাণ॥
গোপ গোপি সখাগণ কি বলিঙ্গা আর।
আনন্দে আছেন সবাই কহনা আমার॥
তোমারে সুধাই কহ স্বরূপ বচন।
চন্দ্র বদনি আমা যে করএ সঙরণ॥
কেলি কদম্ব আমার কেমন দেখিলে।
কলিঙ্গ আয়া আমার আছেন কুশলে॥
নিহুত নিকুঞ্জ সবা সখি কি কানন।
কত না বাড়িছেন আমার গিরি গোবর্দ্ধন॥
মউর মউরি সুখে নিত্য করে।
কোকিল পঞ্চম গায় ভ্রমরা গুঞ্জরে॥
উদ্ধবেরে পুছ হতে আঁখি দুটি ঝরে।
রামকৃষ্ণ মল্লিকের ইথে হৃদয় বিদুরে॥

ভাব সম্মেলন

পদ—৭১

'তথারাগ'

হরিথেছে রবিখে বরিখ সদাই।
নিবেদন মোর ওয়া ঠাঞি॥
ওহে নব জলধর ॥ (ধ্রু)
আজ্ নিসি শুভোদয় মোরে।
প্রাণনাথ হৃদয় মন্দিরে॥
ওমি গরজে বারে বার।

রসসিন্ধু উথলে আমার ॥
দাদুরির জত কোলাহল ।
স্থনিতে কি স্থনিএ মঙ্গল ॥
তাহে ত গভীর ওয়াধনি ।
শিখরে ডাকএ মউরিনি ॥
ওমি সদা বরিখ অবনি ।
প্রভাত না হএ জেন নিসি ॥
আজু সমদিন নাকি হয় ।
প্রাণনাথ আমার হৃদয় ॥
সদয় করুণাময় ওমি ।
আবরিয়া রাখহ রজনি ॥
রামকৃষ্ণ মল্লিক ইহ কয় ।
নিধুবনে অসিম শুভোদয় ॥

— ০ —

পদ—৭২

রাগ 'মল্লার'

বরিখ বরিখ আর ওহে নব জলধর
সঘনে বরিখ অবিরলে ।
এতদিনে অতিশয় হল্য রাহে শুভোদয়
প্রাণনাথ আর মন্দিরে ॥
একে নিশি আঁধিয়ার তাহে ওহুঁ ঘোরতর
তাহে ত গভীর গরজনা ।
আনন্দে রচিল মোর শুনরব দাদুরির
পুরএ ত আমার বাসনা ॥
জত কিছু ছিল আর মনের মানস মোর
সব কিছু হইল সফল ।
হৃদয় মন্দিরে মোর বিরাজিত পহুঁ মোর

প্রেমানন্দের হইলা বাদব ॥

তোমারে কহিএ আমি সাদরে বরিখ ওমি

হরসিত হইয়া এক মনে।

নিজ সুখে মোর চিত হইয়াছে উনমত

রসসিন্ধু উথলিছে প্রেমে ॥

আজু সমদিন মোর না হইব গুণকার

কহিলা হে সুন নবঘনে।

বাংকৃষ্ণ মল্লিক কয় অসিম আনন্দ ময়

আজু নাহে নব নিধুবনে ॥

কয়েকটি খণ্ডিত পদ

পদ—৭৩

রাগ—'কেদার'

রই নন্দ নন্দন ভুবন মোহন

বি কুঞ্জ কুটীর।

রতন সদনে নিভৃত কাননে

উজর কালিন্দি তীর ॥

বরজ নাগর রসের শেখর

হেরই মোহিত কাম।

কিসোর বয়সে আবেসে কিবা ও

রাধিকা শ্যাম ॥

দুহে সে দুহার বয়লি মণ্ডল

আনন্দে না পায় সে ওর

রাস রভসে আবেসে

বহত রসের হিলোল।

কুমকুম আগর সুখদ সৌরভ

বহত সুগন্ধি সমীর।

বরজ মণ্ডল যানন্দে কোকিল
গুঞ্জরে ভ্রমরা গভীর ॥

— ০ —

পদ—৭৪

'মিলন'

দেখ সখি নিভৃত নিকুঞ্জ মাঝ।
রাই রঙ্গিনি নবিন দামিনি
নবঘনে কোরে বিরাজ ॥
চাঁদ কুবলয় হয়্যাছে উদয়
দেখ দেখ লাগল সখি।
যদি হয়ে সখি প্রতি লোমে আঁখি
তবে সে যোতু রূপ দেখি ॥
হুহু সুখময় কত উবজয়
যোও রূপ কো করু ও মোর।
কিবা বৈদ গধি প্রেমের অবধি

কিবা কিশোরী কিশোর ॥
গগণ উপরে দেখ হিম কর
বিমানে মোহিত আছে।
আবেসে ময়ুরি বপের মাধুরি
নিরখি নিরখি নাচে ॥
নিদ্রা যে আবেসে নিশি অবশেস
অলস নয়নি রাই।
বাসক কলিকা কনক লতিকা
হেলল শ্যামের গায় ॥
কিবা স্যুক সারি কপোত কোকিলি
দোহাঁর মঙ্গল গায় ॥
ভ্রমিয়া ভ্রমরি গভীর গুঞ্জরি

উড়িয়া পড়িছে পায়॥

সুগন্ধি সৌরভ গম্ভীর আমোদ

পুলিনে পবন থির।

অধিক আমোদ পুলিনে প্রমোদ

উথলে জমুনা নীর॥

কিবা ওয়ো আরতি রসের পিরিতি



পদ—৭৫

দেখি তঁহু রূপ রঙ্গ॥

কত রূপ রস করে পরকাস

দুহেঁ অঙ্গে অনুপাম।

রূপের নিধান মদন মোহন

রসিকা রসিক শ্যাম॥

সখিগণ মেলি ও রূপ মাধুরি

নিরখি নিরখি ভোর।

রামকৃষ্ণ মল্লিক কহই দুহুঁার

ওরূপ কো করু ওর॥



পদ—৭৬

রাই মাধব হেরই দুহু রূপ

প্রফুল্ল জমুনা পুলিন।

দুহুঁক রূপ রসের কুপ

সরদ চাঁদ গগণে মলিন॥

কোরে নব ঘন দামিনি জেই ছন

নিধুবনে সোভে অনুপাম।

রামকৃষ্ণ মল্লিক ভাবিতে এ সুখ

নিসি দিসি জান ন।

শ্যাম মল্লিক

পদ—১

বাঁশি বড় পরমাদ হল্য।
স্থনিআ গুনিআ মোর হিআ স্থখাইল॥
কহনা কোথারে জাব করিব কি বুদ্ধি।
বনে কুহুঁরে বাঁশি বাজে নিরবধি॥
কিবা নিসি কিবা দিসি সঅনে সপনে।
বিসম বাঁশের গিত লাগিয়াছে মনে॥
হেন বুঝি জাত্রি কুল নারিব রাখিতে।
কাল হৈল কালিয়া কানাঞির বাঁশির গিতে
একে সে মোহন রূপ তাহে মুরূলির ধ্বনি।
ইতে ধৈরজ ধরিতে নারে কেমন রমনি॥
শ্যাম মল্লিক কহে চির্ত্তে লেহ পর বোধ।
বাঁশিতে মজিল মন না জানে বিরোধ॥

—০—

পদ – ২

ঐ বংসি বাজেরে বাজে।
নব নব মধুর শ্রীবৃন্দাবন মাঝে॥
বিস্থরিলাম ধন জনে গুরু গরবেতে।
করিএ লাস বেশ অঙ্গ আভরণ।
পুলকে পুরল তনু কাঁপে ঘনে ঘন॥
আনে বহ নির নদ নদ ফেনি উথুলে।
প্রেমের সিন্ধু আনন্দ হিন্দোলে॥
শ্যাম মল্লিক কহে আম্ব ভাব সার।
এতদিনে মনরথ পুরল সভার॥

— ০ —

পদ — ৩

হবি হবি কত দুখে বঞ্চবি বাধা।
চির দিনে স দেয়ল তাহে দারুন বিধি দিল বাধা ॥
সভে কেলি কমল দলে মাধব লেখি পাঠাইয়া দেল।
বসি পানি পরস নখ বিধু ভয়ে আধ মুদিত ভই গেল ॥
অনিমিখ নয়নে জতনে ধনি লিখন নিরখিতে সবসিজ ফুল।
বদন সুধাকর শরদিন্দু ভবমে মুদি বহু কোবক কুল ॥
বসন ঝাঁপি উরে—রাখত জবহুঁ ত সম মন বিরহ হুতাশে।
সরবেরি আনি পানি পরসহুঁ হেবইতে উডল দিঘনি সরসে ॥
বামকরে হায় কপোল করস্থিত অবনি রয়নি বরনারি।
মজহুঁ উচাটন ঘন অনুশোচন মোচন বরিখ বারি ॥
একে চিব বিত্তগিনি কামিনি দশগুণ বিরহিনি।
মল্লিক স্যামদাসে কহে হরি হরি করবহু কোন ॥

'জগন্নাথ মল্লিক'

পদ — ১

ওহে মাধব কি পেখলুঁ অপরূপ ধন্দ।
নিসি সেস কালে কমলের ফুলে
উদঁঅ কর্যাছে চন্দ ॥
তাহার নিকটে এ বড়ি স°কটে
দেখিয়া পবান কান্দে।
গগণ তেজিআ হেন উড় গল
সে কেনে পড়্যাছে ফান্দে ॥
ই তারা নিম্বআ জানিলুঁ............

না জানি না গেল বাড়া।৺

নিশ্চঅ জানিলুঁ বারিধি নন্দনে

মরালে গিয়াছে পাড়া॥

মরাল উপরে গজবর আছে

হরি জিনি পাঁচ সসি।

হরির উপরে নদির ভিতরে

ফণি লুকাইআ আছে আসি॥

সববর কাছে গিরিবর আছে

জলদ ব্যাপিছে তায়।

জলদ বিজুরি লখিতে না পারি

না জানি কিবা সে হঅ॥

কমলের ফুলে কুন্দ ফুটিআছে

মধুকর লুকিআছে পাসে॥

না জানি তোমত কুমুদ উঁদিত

রবির কিরণ ত্রাসে।

দেখিতে দেখিতে লাগল ধন্দ

বিসাদ রহল মনে।

রাসের পাথরে না জানে সাঁতার

জগন্নাথ মল্লিক ভনে॥



'ধরণি ধর মল্লিক'

পদ—১

হায়হায় ভাবিত্র গনিত্র মল্যাম রাধাকান্ত না ভজিল্যাম

জানিত্র স্থনিত্র বিস খেল্যাম।

আসিতে জাইতে একা কার সঙ্গে কার দেখা

কুথা বা হইতে এল্যাম কুন কাজ কৈল্যাম
কুথা বা জাইব অন্তকালে ॥
ইহা না বিচার কৈলে বিসয়ে মাতিএ রৈলে
পড়িএ রহিলে এ ঘোর নরকে ॥
স'সার বিসানলে দিবা নিসি হিআ জলে
জুড়াইবার না কৈলাম উপাঅ।
হরিনাম কর ভেল্লা সদ সঙ্গে কর মেলা
না তেজহ কপট অহ'কার ॥
শ্রীগুরু পাদপদ্ম কর আস আর সব নৈরাশ
বিসাদ লাভের ।
শ্রী-ধরনি মল্লিক মনে এই মনে আস অন্তকালে
প্রভু জেন হঅ ব্রজ বাস ॥



পদ—২

শ্রীমল্লিক গোসাঞি দআ করি রাখ নিজ পাসে ।
আমি অতি মূঢ় মতি ভ্রমি দেসে দেসে ॥
তুয়ো দাসের দাস এই মোর ধন ।
তুমি মোর জিবনে জিবন ধন ॥
য়েই রা'গা শ্রীচরণ ।
এই মোর প্রাণধন ॥
তুমি মন তুমি গণ তুমি ছাআ তুমি কাআ
তুয়া বিনু অন্য নাহি সয় ।
এই মুঞি মনে করি সদত ব্রজে ফিরি
.... ॥
তুআ নাম সঙ্কেত না জানে মহন্ত গণ

তুমি প্রভু করুণা নিধান।

ধরণি মল্লিক ভনে সংসার মিছাশন

... . ॥



পদ—৩

দআ কর ওহে শ্রীগুরু গোসাঞি।

তুমা বিনু নাথ য়ামার কেহ নাঞি॥

তুমি ত দয়াল বট আমা আছে কি।

না জানি ভক্তি রস আমি দাঅ দিঅ ঝি॥

আমি দুরা চারি পাপিষ্ঠ জানে জগ জনে।

সাধন ভজনে হিন তরিব কেমনে॥

তুমি দআর সাগর আমি জানি কি।

জে বোল বলাঅ প্রভু স্থনে শিখেছি॥

খুঞ্জ পশু হৈতে আমি বড় হিন না জানি।

কনক জাবেক কিসে দিন॥

আমার মনেতে বড় আশ।

আমাঅ প্রভু কর্য দাসের দাস॥

শ্রীধরনি মল্লিকে ভনে। পড়ে প্রভু সি-চরণে

ওমার ভক্তগণ যান নিজ পাস।

পদ—৪

দয়াল পরমেশ্বর দাস ঠাকুর।

আমি অতি মুঢ় মতি পাপেতে প্রচুর॥

পাপিষ্ঠা পরম দুষ্ট নিচে সমায়ক্ত।

সাধনে ভজনে হিন নিবেদিব কত॥

॥ উচ্চ নিচ তরাইলে নিচানিচ কারি।
তা সমান তোলনা দিতে মোর পাপ ভারি ॥
পসু গণে তরাইলে আপনার গুনে।
সেই মত তরাইবে এই নিন্দুক জনে ॥
পিস্কো নিবাস কর সদাই নামেতে ফির
কির্ত্তনে সদা য়নমত্ত হয়।
ধরনি মল্লিক ভনে প্রাণ কাঁদে রাত দিনে
ব্রজে পাছে প্রাপ্তি নাহি হয় ॥

— ০ —

পদ—৫

'গৌবাঙ্গ বিষয়ক পদ'

গুণের নিধি প্রাণ গৌরাঙ্গ আমার।
য়ি হেন করুণার সিন্ধু না পাইবে আর ॥
সমন নগর পসল্য ভেল গরাগুণে।
হরিনাম দিয়া উদ্ধারিলা জগজনে ॥
পাষণ্ড অধম জত হীন হুরাচার।
চণ্ডাল জবন আদি না কৈল বিচার ॥
অধম পাথর জিব নিল আপন কাছে।
মহামন্ত্র হরিনাম সভাকারে জাচে ॥
প্রেমধনের ধনি গোরা করুনার সিন্ধু।
সেব হে গৌরাঙ্গ পদ তরিবে ভব সিন্ধু ॥
আনিয়া প্রেমের পসার গৌরাঙ্গ নটবর।
বিনি মুলে প্রেম ধন জগতে বিলায় ॥
তাসে এবে ওরিতে গৌরাঙ্গ দ্বিজ মণি।
ই হেন করুনার সিন্ধু কুথায় না স্তুনি ॥
উদ্ধার করহ গোরা মে ভব সাগরে।
কাঁদিয়া—ধরণি ধর পড়িয়া পাথারে ॥

পদ--৬

'মিলন'

সুনিআ মুরুলি নিত্য রমনি শিরোমণি।
উঠিয়া বসিলা রাই তেজিয়া ধরণি॥
চমকিয়া উঠি রাই সচকিতে চায়।
আপনার প্রাণ নাথ দেখিতে না পায়॥
সকরুনে সুধামুখি পুছে ঘনে ঘন।
হেন কালে শ্যাম আসি দিল দরসন॥
ধরণি মল্লিক কয় ইহ রস রাজা।
ভমরা পঙ্কজ দল কভু লয় ছাড়া॥

— • —

পদ — ৭

রাই কানু বিলসে মধুর বৃন্দাবনে।
দুই চাঁন্দ একই ধাঞিও বদনে॥
কুবলয় মাঝে জেন চম্পকের দাম।
নবঘন কোরে কিবা বিজুরি অনুপাম॥
কাজলে মিসাইআ জেন নব গোরচনা।
নিল মণির মণির ভিতর পসিল কাঁচসনা॥
আঁধার জ্বলিছে জেন রসের দিপিকা।
তমালে বেড়ল জেন কনক মল্লিকা॥
বিদগদ জনার নাগরি রলুঁ কোলে।
কাল জলে সোনার কমল জেন হেলে॥
ধরণি মল্লিক কয় পুরল বাসনা।
পাইলে নাগর আজু মন্দিরে আপনা॥

পদ—৮

চলহ স্যাম রায় করই সাজনি।
ওমা লইতে পাঠাইল রাধা বিনোদিনি॥
রায়ের এতেক কথা স্থনি স্যাম রায়।
রাই রাই করি ঘন ধরণি লোটায়॥
কোথা রাধা প্রাণেস্বরি দেয় দরসন।
ধারার স্রাবণ আঁখি বরিষে ঘনে ঘন॥
অবসর নাহি স্যামের নয়নেরি জলে।
রাইকে ভেটিতে জায় ধরনি মল্লিক বলে॥

— ০ —

পদ—৯

চলিলেন শ্যাম রায় মনের হরিসে।
জমুনার তিরে আসি করিল স্থবেসে॥
তিরে উঠি স্যাম রায় মুরুলি বাজায়।
মোহন মুরুলি রাই স্থনিবারে পায়॥
স্যামের লাগিয়া রাধা ভুমে গড়ি জায়।
ধাইয়া গোপিগণ ধরিয়া উঠায়॥
উঠাইয়া গোপিগণ বসাইআ কোলে।
স্যাম স্যাম বলি রাধা ঘন ঘন বলে।
ধরণি মল্লিক কঅ স্থন রাধা ওমি।
শ্যামেরে আনিতে গেল সকল গোপিনি॥

পদ—১০

'বিরহ'

জতেক গোপিনি ভাগে দাড়াইয়া শ্যামের আগে
গলেতে লইয়া নিলবাস।

আমা সভার করে ধরি পাঠাঅল স্নাগরি
আয়লুঁ তো হরিপাস ॥
রাইক দসআন কি কহব ওয়া পাস
স্নহে রসিক মুরারি
কুসমিত সেজ তেজি ঘন ঘন লুঠত
কত সব বেরি........ ॥
শ্যাম শ্যাম করি রোয়ত স্নু নাগরি
জিবইতে জীবন স্নুঁ দেহা।
কোটি চন্দ্র জিনি রাধা মুকুন্দ বলি
ওয়া বিনে কালিম রেহা ॥
নয়ন কি নিরে ধরনি ভেল সিঞ্চিত
জীবন আছে ওয়া আসে।
মল্লিক ধরণি কহে স্নাগর তরিতে
চলহ ধনি পাসে।

'লাল মল্লিক'

পদ—১

নন্দোৎসব

পুত্র মুখ নেহারে নন্দ যানন্দে ভাসিল।
সহস্র সহস্র ধেনু ব্রাহ্মনেরে দিল ॥
ভাণ্ডার হইতে বস্ত্র য়লঙ্কার য়ানি।
য়ানন্দে সভারে দিল জতেক ব্রাহ্মনি ॥
নগরে আবাল কবাইল দেখিবারে।
নানা উপহার স্রর্ব দিল তা সভারে ॥
ভাবে ভাবে।
য়ানন্দিত হয়্যা নন্দ দেহ সভাকারে ॥

কেহ দধি তৈল্য হলদি লয়্যা ধায়।
কেহ কেহ চলে নন্দ ঘোশের মাথায়॥
কেহ য়াসি নন্দ কাছে হাসিয়া হাসিয়া।
কেহ কেহ খায় নন্দের ভাণ্ডার লুটিয়া॥
য়ানন্দের সীমা নাই গোকুল নগরে।
বিবিধ বাজনা বাজে প্রতি ঘরে ঘরে॥
মল্লিক লালের মনে য়ানন্দ বাড়িল।
এতদিনে গোকুলের সম হল্য॥

পদ—২

রাধাকৃষ্ণ অথ নন্দো হৈল।

গোকুল নগরে নন্দ ঘোস ঘরে
আনন্দের নাহি সিমা।
ভাল বাজএ রসাল
দগড়ি তুন্দভি দামা॥
জত গোপ নারি বাঅ সারি সারি
পুত্র দেখিবার তরে।
আনন্দিত হএ ধান দুর্বা লয়া—
প্রবেশে সুতিকা ঘরে॥
জসোদার ভাগ্যের নাহিক ওর। (ধ্রু)
গোলকের পতি সর্ব্বজন গতি
বসতি হএছে তোর॥
জত গোপ নারি পুত্র মুখ হেরি—
কতেক আনন্দ হল্য।
ধান দুর্ব্বা তুলি বরণ করলি

আসির্ব্বাদ সভে দিল্য ॥

স্থতিকা মন্দিরে আনন্দ সাঅরে

ভাসল গোআলা মেঅ ।

এলাল বেহারি মল্লিক কহই

নন্দ ঘোস আল্য ধায়া ॥



'গোপী মল্লিক'

পদ—১

'গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ'

'শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ'

কি ছিল কি ছিল আমার কি হল্য নদিয়া ।
সন্ন্যাস করিয়া নিমাঞি গেলারে ছাড়িয়া ॥
কোন পথে গেলা নিমাঞি দরস না ভেল ।
কোন অপরাধে বিধি দিলি এত শেল ॥
কনক স্থন্দর জিনি স্থচারু বদন ।
না দেখিব না স্থনিব হুঙ্কার গর্জ্জন ॥
স্থন স্থন দামোদর অরূপ প্রাণধন ।
তোমরা করিহ মোর নিমাঞি রক্ষন ॥
ভাবাবেসে বাছা মোর ইতি উতি ধায় ।
হা রাধাকৃষ্ণ বলি মুরছা জায় ॥
বিরহে ব্যাকুল শচি পড়ে মুরুছিআ ।
বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী কান্দে ধুলাএ লোটাইআ ॥
কুলের কামিনি কাঁন্দে সকল নদিয়া ।
গোপি মল্লিকের প্রাণ জায় বিদরিয়া ॥

পদ — ২

'যথারাগ'

হা হা প্রাণ গোরাচাঁদ গেলা কোথাকারে।
না দেখিলে ওয়ামুখ হিদয়ে বিদরে॥
বিমল কনক অঙ্গ সুরঙ্গ অধর।
যুচারু বদন গোরার নয়ন চঞ্চল॥
তিল কুসুম নাসা মুকুতা সোভিত।
শ্রবণ কুণ্ডল দোলে মনমথ মোহিত॥
অতি সুবলিত ভুজ লম্বিত আজানু।
চন্দনে রচিত অঙ্গ সুকোমল তনু॥
আর না দেখিব আমি রূপের মাধুরি।
কোন দেশে গেলে পাব রূপের মুরারি॥
শচি প্রবোধিয়া বলে নদিয়া নাগরি।
ধৈরজ করহ চিতে মিলব গৌরহরি॥
গোপি মল্লিক চিত ধৈরজ না মানে।
কেমনে ধরিব প্রাণ গোরাচাঁদ বিনে॥

[illegible]র

পদ—১

প্রার্থনা

রাধাকান্ত বড় ধন বলরে পামর মন
বৃথাই জনম বহি গেল।
দারা পুত্র গৃহবাসে রএছ বিসএ আসে
অকাজেতে নআন চঞ্চল॥
অসৎ কর্ম কুটি নাটি সদা অন্য পরিপাটি
পরধন লোভেতে বিকোল।

ঐরে মন বলি তোরে ছাড়ি সংসার ঘোরে
ভজ গুরু চরণ কমল ॥

নিস্তিক মন জার সর্ব্ব সিদ্ধ হঅ তার
অনাআসে ।

সৃষ্টিধর মল্লিক গাঅ না ঠেলিঅ য়াগা পাঅ
তেজ প্রভু জমের জঞ্জুরি ॥

— ০ —

পদ – ২

নমঅ সংকীর্ত্তনে সদা রঅ
আনন্দে বলিও হরিবোল ।

আজান বাহু দুটি তুলি ন হরি
অকিঞ্চনে জরিদিছেন কোল ॥

হরিনাম সংকীর্ত্তনে দণ্ডে পশু পাশা
মনেতে বিভোল ।

হেন হরিনাম স্নুনি জুড়াও সব ভক্ত প্রাণি
আনন্দে ॥

গুরুতে আশ্বিত জেই হরিনাম জানে সেই
হরিনাম সমন সম্বল ॥

গেলোকের সঙ্কির্ত্তন
নিত্যানন্দ জাহাতে বাউল ।

হেন হরিনাম ধন জার না ডুবিল মন
সদাই বিকল ।

শ্রীষ্টিধর মল্লিকের মনে রাখ প্রভু শ্রীচরণে
ভরসা ঐ চরণ কমল ॥

শব্দার্থ

আজু--আজ

আখর—অক্ষর

অসোধন—ঋণী

আল—আলোকিত করা

আস্য....আসা

ইথির—ইহার, ইহাতে

ইবে—এই

উতবিল—উত্তর দিল, আকুল হইল,

উলসিত—উল্লসিত

উজাগরি—জাগিয়া রহিয়া,

উতরল—ক্ষুব্ধ, চঞ্চল, আকুল

উথলে উথলিয়া উঠে,

উজর--উজ্জ্বল করা বা হওয়া

উনমত—উন্মত্ত

উডুগণ—নক্ষত্র মালা

ঐছন—ঐরূপ

এলা—আসিল,

এহি—এই, ইহা

এথা—এখানে,

কালিয়া—কৃষ্ণ

কিয়ে—কিংবা, কিজন্য, কি করিয়া, কিসে

কহসি—কহে বলে

কাজর-কাজল,

কহিএ—কহে বলে,

করএ—করে

কৈছে কেমন, কিরূপ

কো—কে

করাল্য কবিল

কোরে—ক্রোড়ে, কোলে,

কাঁতি—কান্তি

কিএ—কি জন্য

কুবলয়—পদ্ম

খেদলি—খেদ প্রকাশ করিলি

গমক—গমন করা, স্বরের কম্পন

গনইতে পার, গুনিতে পারা

চিত—চিত্ত

ঠাম—ঠাঁই, ভঙ্গী, ঢঙ, শোভা,
আকৃতি, ভাবভঙ্গি

ওয়াধার—তোমার ঋণ

তেঁই—তাই, তজ্জন্য

তোথিএ—তাহাতে, তথা

তুহু—তোমার

তুহ—তোমার

তেরি—তোমার (স্ত্রী)

ত্রি বলি—উদর

দেখিলুঁ—দেখিলাম

নিকসি—নির্গত হওয়া

নিশদি—নিষেধ করি

নিরখিয়া—নিরীক্ষণ করিয়া

নিরখিব—নিরীক্ষণ করিব

নিধুবন—শ্রীবৃন্দাবনের একটি
কুঞ্জের নাম, সুরত কেলি

-নিস্তার করিতে

নিছুনি—উৎসর্গ. নিবেদন তুলনা

নারিলাঙ—পারিলাম না।

পায়ত—পায়

পাস্থ—ভুলিয়া যায়

পাইলাঙ—পাইলাম,

পায়্যা—পাইয়া

পুতলি—পুতুল,

পিঁধন—পীতবস্ত্র

পরসিতে…স্পর্শ করিতে

পিআরি…প্রিয়তমা,

পাটম্বর · পাটের কাপড়

পীব ··পান করিব

পুনমিক….পূর্ণিমার

প্রাণবতায়···তাহাতে প্রাণ পাইব

পগহবি···পায়ে স্থান পাওয়া

পেঁলুরে পাইলাম

পুছ ··প্রশ্নকরা, জিজ্ঞাসা কবা,

পরিরম্ভন····আলিঙ্গন করা

পসার পণ্যদ্রব্যের দোকান

পাঁতি….পত্রী, লিপি,

বরিখ ·· বর্ষণ করা

বৈঠল ··বসিল

বেসব····বাসিব

বৈভব···ঐশ্চয

বরজ · ব্রজ (স্বরভক্তি)

বেলি···বেলা

বাদর · বর্ষা

বরিহা . ময়ুর,পাখা

বর্হা···শ্রীকৃষ্ণ, ময়ুর

বাত····বাক্য, বচন, বায়ু

বাদব ...বিবাদ করিব

বেঢ়ল...বেষ্টন করিল

বিসরিয়া····বিস্মৃত হইয়া

বিশোয়াসা····বিশ্বাস করিয়া

মিরবর · মীমাংসা করা

মেল····মিলন

ভেল···হইল

ভৈ হয়

ভৈ গেল হইয়াগেল

ভেঠইতে—সাক্ষাত করিতে

রম্ভন—আলিঙ্গন

রলুঁ—রহিল

রভস—রসাবেশ, সম্ভোগ, গোপ

নর্ম বিলাস, হাস্য পরিহাস

রচইব – রচনা করিব

লাহ—নৌকা

লবে লইবে

লুব্ধ····লুব্ধ হওয়া

লহু মৃদু

লহুলহু···মৃদু, মৃদু

সুখদ····সুখদান করে যে।

সঁপতি · শপথ করা বা লওয়া

সিম্বরিব····সংবরণ করিব।

সঞ্জিবনি···জীবন লাভ করা

সবেত • সকলে মিলে।

সাজনি···সজ্জিত হইয়া

স্থকিত – স্থির	সিতশ্যামা – শুভ্র, শ্যামল
সংগতি – সঙ্গ	সাধএে – সাধ করিয়া
সজলি – সজ্জিত করিলি	সনমনি – সম্মোহিত করিয়া
সজনি – সখি	সরবস – সর্বস্ব
সুতল – শুইল	সুঠাম – সুঠাম, সুন্দর
সঙ্গেমেল – সঙ্গে করিয়া, সঙ্গে মিলিয়া	সমারত সমাহৃত
সতবেরি – শতবার	

———— ০ ————

* পরমেশ্বর মল্লিকের বংশতালিকা পরের পৃষ্ঠায় দেওয়া হইল।

[১] শ্রী পরমেশ্বর মল্লিকঠাকুরের বংশ তালিকা চাকদহ নিবাসী শ্রী অম্বিকাচরণ মল্লিকঠাকুর ও বিষ্ণুপুর (কাদাকুলি) নিবাসী শ্রী সনৎকুমার মল্লিকঠাকুরের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

[২] প্রসঙ্গত উল্লেখ করা হইল যে শ্রী সনৎকুমার মল্লিকঠাকুর ও শ্রী অশোক কুমার মল্লিকঠাকুর [কাদাকুলি, বিষ্ণুপুর] কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মল্লিক পরিবারের যাবতীয় পুঁথিপত্র বিষ্ণুপুর সাহিত্য পরিষদের সংগ্রহশালায় দান করিয়াছেন। এই প্রাপ্ত পুঁথির একটি হইতে ডঃ সুকুমার সেন তাঁহার বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে নিত্যানন্দের বংশতালিকা প্রকাশ করিয়াছেন